NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ অ্যাপ-ক্যাব নিয়ে বৈঠক, একাধিক অভিযোগ নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর নির্দেশ

৫০ দিন পর শর্তসাপেক্ষে জামিন লাহেকের ৩

কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.09.2026, Vol. 20 Issue No. 84, 10 Pages, Price 3.00

নেশার বিরুদ্ধে ‘দাবাং’ শুভেন্দু

বালুরঘাটে মেগা উন্নয়ন প্যাকেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার প্রতিকূল আবহাওয়া থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্ধারিত সফরসূচিতে কিছুটা রদবদল ঘটে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তাঁর হেলিকপ্টারটি বিহারের পূর্ণিয়া বিমানবন্দরে নামতে বাধ্য হয়। তবে সেখান থেকে আর কালবিলম্ব না করে সড়কপথেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।

বালুরঘাটে পৌঁছেই এক অভিনব ও বিশেষ সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে প্রায় দুই লক্ষ বেআইনি নেশাদ্রব্যের বোতল আনুষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করা হয়। মাদক সামগ্রী ধ্বংসের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে সম্পূর্ণ নেশামুক্ত করার কড়া বার্তা দেন।

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষে বালুরঘাটে দুই লক্ষ ফেনসিডিলের বোতল জেসিবি চালিয়ে ধ্বংস করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এরপর তিনি সরাসরি জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুসায়া ভবনে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভায় যোগ দেন।

বৈঠকে গত চার মাসের কাজের অগ্রগতি ও নানা সরকারি প্রকল্পের সার্বিক হিসেব পেশ করা হয়। জানা যায়, জেলায় ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ মা-বোন ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র ৩,০০০ টাকা করে পেয়েছেন এবং ১৩,০০০ পরিবার অসম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির ৬০,০০০ টাকা করে হাতে পেয়েছেন। পাশাপাশি ৫০১টি বাড়িতে ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর’ প্রকল্পে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে এবং জেলার লাখ লাখ মানুষ আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা স্কিমের আওতায় এসেছেন।

মহালয়ায় ইডেনে প্রধানমন্ত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যে প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হবে নতুন সরকার আসার পর। তাই এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে। যার মধ্যে অন্যতম মহালয়ার দিনেই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে মহালয়া। ওই দিনেই আলো, গান, নাচ, ঢাক এবং বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পকে নিয়ে অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি চলছে। সরকারি সূত্রের দাবি, রাজ্যের দুর্গাপুজোকে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের সরকার।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

■ বুধবারের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ভবানীপুরের হেশাম রোড।

মৃত্যু বেড়ে ১১২৭, নিখোঁজ ৫ হাজার

ভারতকে ধন্যবাদ নেপালের

কাঠমান্ডু, ২ সেপ্টেম্বর: নেপাল প্রশাসন বুধবার জানিয়েছে, ত্রিশূলী ও ভোটেকোশী নদীর ধ্বংসযজ্ঞে প্রাণ গিয়েছে ১১২৭ জনের। নিখোঁজ ৪৮৫৮ জন। এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ৬৫৪১ জনকে। ভয়ংকর দুর্যোগে কত বাড়ি, অফিস, সেতু, দোকান-বাজার ভেঙেছে, তার স্পষ্ট হিসাব এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। মনে করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। ভঙ্গুর অর্থনীতি মধ্যে এত বড় বিপর্যয়ে কার্যত দিশাহারা বলেন্দ্র শাহ সরকার। এই অবস্থায় গতকাল ভারত ও চিনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল নেপাল। তবে বুধবারই জরুরি সহায়তা, বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল এবং ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাঠানোর জন্য ভারত ও চিনকে নেপালি সংসদের ভাষণে ধন্যবাদ জানান বলেন্দ্র শাহ।

২৬ অগস্টের ভয়ংকর হড়পা বান ও বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে নেপাল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত।

বান-ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড

উত্তরপ্রদেশ-ঝাড়খণ্ড-বিহারে বন্যার আশঙ্কা

দেরাদুন, ২ সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান এবং ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। স্বাভাবিক জনজীবন প্রায় থমকে গিয়েছে। পাহাড় থেকে হড়পা বান নেমে আসায় প্রতি মুহূর্তে ধসের সম্ভাবনা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই দুর্যোগের কারণে রাজ্যে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। ধসের জেরে বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, অলমোড়া, বাগেশ্বর, টিহরী, নৈনীতাল, উধম সিং নগর এবং পৌড়ীতে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে বন্ধ ১৭২টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। অন্যদিকে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে অসমে। গুয়াহাটিতে দু'টি জায়গায় ধস নেমে মত্যু হয়েছে ৪ জনের। এছাড়াও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও। এর মধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দুর্যোগের পিছনে নেপালের প্লাবনকেই দায়ী করা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে শঙ্কিত উত্তরাখণ্ড প্রশাসন। কারণ নতুন করে আলমোড়া, বাগেশ্বর, টিহরী, নৈনীতাল, উধম সিং নগর এবং পৌড়ীতে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। দুর্যোগে রাজ্যের যে ১৭২ রাস্তা আপাতত অবরুদ্ধ তার মধ্যে রয়েছে পিথোরাগড়, নৈনীতাল এবং বাগেশ্বরে দু'টি হাইওয়েও।

এসসিও সামিট

মোদীকে আমন্ত্রণ শরিফের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: ২০২৭ সালে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-র সম্মেলন আয়োজন করবে পাকিস্তান। বিশকেকে এসসিও-র সম্মেলন শেষ হতেই এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। জল্পনা আরও বেড়েছে, কারণ আগামী বছরের সম্মেলনের জন্য মঙ্গলবার বিশকেকেই অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ।

বিশকেকের সম্মেলন শেষের পরই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান পদ পেয়েছে পাকিস্তান। আগামী বছর এসসিও অন্তর্ভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করবে ইসলামাবাদ। সেই সম্মেলনে যোগ দিতেই অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের পাশাপাশি মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শেহবাজ।

এদিকে, সন্ত্রাসবাদ বন্ধে পদক্ষেপ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়। বারবার এই বার্তা দিয়েছে ভারত। তারপরও সন্ত্রাসবাদ দমনে গা-ছাড়া মনোভাব ইসলামাবাদের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

03/07/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট এফিডেভিটে Abdar Ali Sekh, Abdar Ali Sk ও Abdar Ali Shaikh ও আমার পিতা Marfat Ali Sekh, Marfat Ali Sk ও Marfat Ali Shaikh সকলে একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি-ANIL BHOWMIK, পিতা- Sudhir Bhowmik, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুল বসতো আমার নাম ANIL BHAUMIK আছে, গত ২/৯/২৬ তাং প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া এর এফিডেভিডে আমি ANIL BHOWMIK ও ANIL BHAUMIK একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Anjuara Begam, C/O Hasibur Rahaman, গ্রামঃ রামরামপুর, পোঃ+ থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার মেয়ের নাম Shabnam Aleya, আমার সঠিক নাম Anjuara Begam তার passport এ আমার নাম আছে Anguara Bibi আছে। 01.09.2026 তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং 26351 বলে ঘোষণা করছি Anjuara Begam and Anguara Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I **Sk Saokat Ali** s/o late Sekh Ebad Ali r/o Pathar ghata Medinipur (M) PS Kotwali Pin 721101 shall henceforth be known as Sekh Soukat Ali as declared before the court of the 1st class J.M.Kharagpur Paschim Medinipur vide affidavit no 11279 dated 01.09 .2026. Sk Saokat Ali and Sekh Soukat Ali both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেক মহিন পিতা সেক ফাইজুদ্দিন, পাঁচ বেড়িয়া মৌজা J.L NO. 233, L.R. খতিয়ান 58,দাগ R.S. 271, L.R 3539 এর 1.15 ডে: জায়গা আমমোক্তার দিয়ে মহম্মদ আরেফ খাঁন পিতা মরহুম ওলি মহম্মদ খাঁন প্র: আলি মহম্মদ খাঁন এর নিকট ক্রয় করে DEED NO. 11344/2024 এবং আমমোক্তার নামার নং (1) Book- IV 66, 10-05-1995 (2) Book-IV 26, 10-02-2006, (3) Book-IV 310, 20-09-2006.
এখন আমার মক্কেল নিজের নামে রেকর্ড করাতে চায়, এই জমির মালিকানার ব্যপারে কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে জানাতে হবে, নচেৎ অভিযোগ গ্রাহ্য হবেনা, মোবাইল মারফত জানাতে পারে।

RAJAN GUPTA
Advocate
Reg no- F/300/2008.
Mob no-7872139055.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম **Mafuja Begum**, স্বামী- Sk. Rakesh এবং আমার বাবার সঠিক নাম **Korban Ali Mollah**, ঠিকানা: সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোড, শীতলাতলা পাড়া, বাকসাঁড়া, থানা- সাঁতরাগাছি, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১১১০। গত ০৩.০৮.২০২৬ তারিখে আলিপুরের ৩য় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণীর সম্মুখে শপথকৃত ৬৮৩২৬ নং এফিডেভিট মারফত আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার বিবাহের আগের নাম **Mafuja Khatun** এবং বিবাহের পরের নাম **Mafuja Begum** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার পিতা **Kurban Ali Molla** ও **Korban Ali Mollah** উভয় নাম একই এবং অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Ankita Basu Roy Chowdhury, W/o. Nirmal Banik Chowdhury, D/o. Naba Kumar Basu Roy, R/o. Firm Side Road, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., do hereby declare that, after my marriage I have changed my name from Ankita Basu Roy to Ankita Basu Roy Chowdhury. Henceforth, I shall be known as Ankita Basu Roy Chowdhury instead of Ankita Basu Roy and all my relevant documents should be corrected accordingly. That I, Ankita Basu Roy Chowdhury & Ankita Basu Roy, W/o. Nirmal Banik Chowdhury, D/o. Naba Kumar Basu Roy, both are the same & one identical person, vide an affidavit no. 20487, dated 29.08.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 28/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20441 নং এফিডেভিড বলে আমি, Niladri Chandra Das S/o. Nemai Chandra Das সাকিম ৬/৮৮৩ নাপিত পাড়া লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে, ভোটার কার্ডে, আমার পিতার সঠিক নাম Nemai Chandra Das (যাহা আমার পিতার সকল নথিপত্রে উল্লেখ আছে)-এর পরিবর্তে Nimai Chandra Das লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সকল নথিপত্রে পিতার সঠিক নাম Nemai Chandra Das লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Niladri Chandra Das S/o. Nemai Chandra Das ও Niladri Chandra Das S/o. Nimai Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 31/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, শ্রীরামপুর, কোর্টে 18374 নং এফিডেভিড বলে আমি, Tanmoy Kumar Dey S/o. Late Shyamal Kumar Dey & Aparna Dey, R/o. Rampara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার শিক্ষাগত নথিপত্রে আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Tanmoy Kumar Dey S/o. Shyamal Kumar Dey-এর পরিবর্তে Tanmoy Kr Dey S/o. Late Shyamal Kr Dey লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Tanmoy Kumar Dey S/o. Shyamal Kumar Dey আমার সকল শিক্ষাগত নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Tanmoy Kumar Dey S/o. Shyamal Kumar Dey ও Tanmoy Kr Dey S/o. Late Shyamal Kr Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/৩৪, তারিখ ০১.০৯.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্র নং	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১.	৫৬২৬ আরজিসি_এসএলবিপিএসি	২৮.০৯.২০২৬	ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টার ইত্যাদি দ্বারা ব্লক প্রোভিং-এর সরবরাহ, পরিবহন, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করার রানিং চুক্তি/ প্রাইস এগ্রিমেন্ট	১৪ সেট	৩,৪২,১০০/-
২.	৪৫২৬৩১৩৬	০৬.১০.২০২৬	সেলফ প্রাইমিং মনো ব্লক পাম্প ইত্যাদি	১১২৮টি	১,০২,৪৯০/-
৩.	৬০২৬০০০৯	১৪.০৯.২০২৬	উন্নততর এসইজে-এর জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি)	১২০০ সেট	৪,০০,০০০/-
৪.	৩১২৬৫০২১	২৮.০৯.২০২৬	উচ্চ হর্স পাওয়ার ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদি	৯টি	৫,৬৪,৯৯০/-
৫.	৩১২৬৫০১৯	০৫.১০.২০২৬	কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন মডেল ইত্যাদি	০১টি	২,০৫,২৮০/-
৬.	৩৩২৬৩৩৬৭	২৪.০৯.২০২৬	ফিক্সড উইন্ডো ইত্যাদির জন্য জানলার কাঁচ	৫৩০০টি	১,৭০,১১০/-
৭.	৪৬২৬৫০১৪	২৯.০৯.২০২৬	১৬০ বর্গ মিমি অ্যানিলড কপার স্ট্র্যান্ডেড জামপার তার এবং ৫০ বর্গ মিমি অ্যানিলড কপার স্ট্র্যান্ডেড তার ইত্যাদি	১০ এমটি	১,৯৩,১৮০/-
৮.	২৫২৬৩৫৬৪	০৭.০৯.২০২৬	ফিঙ্গার কন্ট্যাক্ট এবং ফেক্সিবল অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	১৫৭৭টি	৩,৫৫,০২০/-
৯.	২৯২৬৪৯৯৪এ	০৭.০৯.২০২৬	হল এফেক্ট অ্যাক্টিভ স্পিড সেন্সর	৪০৭টি	১,৮৫,৪১০/-
১০.	২৫২৬৩৫৯২	০৯.০৯.২০২৬	ট্যাপ চেঞ্জার এনত২-এর জন্য ক্র্যাঙ্ক শাফ্ট কমপ্লিট	২১টি	১,৭০,৩৯০/-
১১.	২৫২৬১৩০৬	১৮.০৯.২০২৬	শান্টিং কন্ট্যাক্টর টাইপ টিসিপি৭১৮/এম১৬-৪	৩৮৩টি	১,৯৫,৯৬০/-
১২.	২৯২৬৩৬৯৫	২১.০৯.২০২৬	আইভি কাপলার সকেট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	৭৪ সেট	১,১২,১২০/-
১৩.	২৯২৬৪৬৪৯	২১.০৯.২০২৬	অ্যান্টি ফ্রোজেন এন ওয়াটার মিক্সিং	২৪৩৯২কেজি	১,০৩,৭৪০/-
১৪.	জিএসডি-কেজিপি আনলোডলোড ২৬-২৮সি	২৫.০৯.২০২৬	ডেপু. সিএমএম/জিএসডি/ খড়গপুরের অধীনে জেনারেল স্টোর্স ডিপো/খড়গপুরের ০৯টি ডিপোতে ০২ বছরের জন্য রেলওয়ের সামগ্রী বোঝাই- খালাস এবং স্তূপ করা	২৪০০০ এমটি	১,১৪,১০০/-
১৫.	৬৫২৫৫০২৮এ	১০.০৯.২০২৬	বড় কার্গো এক্সরে ব্যাগেজ স্ক্যানার	০৯টি	১২,৭৮,৭৫০/-
১৬.	৬০২৬০০১৩	২২.০৯.২০২৬	১০১২৫ মিমি ওভার- রাইডিং কার্ভড সুইচ ইত্যাদির জন্য ১ ইন ১২ ওভার রাইডিং (ও.আর.) টার্নআউট	১৮০ সেট	১৭,৩১,০২০/-
১৭.	৬০২৬০০৬৯	১৫.০৯.২০২৬	বিজি ইউআইসি ৬০/৬০ ইআই জিও (এল) ইত্যাদির জন্য গ্লুড ইন্সুলেটেড রেল জয়েন্টস	১৮০০টি	১৬,৩৫,৪৮০/-
১৮.	৬০২৬৫২৩৬	১৪.০৯.২০২৬	প্রি স্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার ইত্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ	৩০০০০ মিটার	১৫,৬১,১৪০/-
১৯.	৬০২৬৫২৩৭	১৭.০৯.২০২৬	প্রি স্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার ইত্যাদির উৎপাদন ও সরবরাহ	১৫০০০ মিটার	১৫,৬১,১৪০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-711)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মিন্টু হালদার, পিতা- শ্রী আনন্দ হালদার, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় গত ইংরাজি ০১.০৮.১৯৯৭ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- ৭৪/১৯৯৭ নং আমমোক্তার বলে শ্রী নিমাই চাঁদ মন্ডলের নিকট হইতে অমিত শর্মা ওরফে নাদু শর্মা প্রাপ্ত হইয়া, গত ইংরাজি ৩০.০৭.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮১১৯ নং দলিল বলে, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় আর.এস. ৮৫৯৯ নং, এল.আর. ৫৩০৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৪১৫৭, এল.আর. ১৮৯২৫ নং দাগে ৪০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে এবং উক্ত দাগ ও খতিয়ান হইতে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিবে। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
WB.(F) 866/1715/2017.
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত গয়েশপুর নিবাসী চামেলী শর্মা স্বামী দেবেন্দ্র শর্মা ওরফে দেবেন শর্মা দিগর ব্যক্তিগণ জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১২৬ নং জে.এল. ভুক্ত গোবিন্দপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৪০৬/১, ১০১৭ ও ১০১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত বিশ্বেশ্বর শর্মা ও প্রহ্লাদ শর্মা উভয়ের পিতা দেবেন্দ্র শর্মা ওরফে দেবেন শর্মা সাকিম- গয়েশপুর, পোঃ- মুলুক, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২১ সালের ১ নং বহির ২৯০৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে বিশ্বেশ্বর শর্মা ও প্রহ্লাদ শর্মা গোবিন্দপুর মৌজার ১০১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত সম্পত্তি বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, মুলুক নিবাসী সেখ জাকির পিতা সেখ সিরাজ-কে বোলপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ২০২৬ সালের ৮৪২৮ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta (Advocate) Bolpur Court

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur District - Paschim Medinipore
Probate Case NO-25/2020
Sri Brahmananda Sahu .....Petitioner

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (টাউন) থানার অন্তর্গত বিধানপল্লী সাকিনের সর্ব্বসাধারণগণ .... প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর (টাউন) থানার অন্তর্গত বিধানপল্লী সাকিনে বসবাসকারী বর্তমানে মৃত **টি. নরহরি সাউ** (T.Narahari Sahu) এর ইংরাজী ১৬.০৩.১৯৯৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত উইলের প্রবেটে পাইবার জন্য উক্ত উইলের একজিকিউটার **শ্রী ব্রহ্মানন্দ সাউ** অত্র আদালতে সন ২০২০ সালে ২৫ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং সন ২০২৬ সালের 21/9/26 তারিখে দিন ধার্য্য আছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি: জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর(টাউন). মৌজা-খরিদা, জে. এল. নং- ১৯৪, খতিয়ান নং - ৭৮, দাগ নং- ১০১, পরিমাপ (এরিয়া)-৫ ডেসিমিল।

আদেশানুসারে,
Nur Huda Mandal, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত খড়্গপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **২)শ্রী সমীরন রায়,** পিতা ৺প্রফুল্ল কুমার রায়, ও **৪)শ্রীমতী সঞ্চয়িতা দেব,** স্বামী শ্রী অরিজিৎ দেব, সকলের সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯৯৯ সালে A.R.A. কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0828/1999 নং আমমোক্তারনামা এবং **৩)শ্রীমতী নন্দিতা বোস,** স্বামী শ্রী সঞ্জয় বোস, মহাশয়া U.S.A., ভার্জিনিয়া প্রদেশের ০৩/০৫/১৯৯৯ তারিখে WAS/CONS/4151/ 1/99S. No. 1087/99 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং **৫)শ্রী দেবাশীষ রায়,** পিতা ৺বিষ্ণুপদ রায়, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, হাল সাকিম ১২ জেনেত স্ট্রীট, পোঃ ডেকারসন স্টেশন, নিউইয়র্ক, মহাশয় বিগত ইং ২০০৫ সালের ডি.এস.আর., হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0009/2005 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **১)শ্রী প্রসুন রায়,** পিতা ৺প্রফুল্ল কুমার রায়, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, এবং **৭)শ্রীমতী রীতা সরকার,** স্বামী ৺নরেশ সরকার, পিতা ৺প্রমোদকৃষ্ণ রায়, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, হাল সাকিম এসপেকট রিং ফিংচলে, ইস্ট লন্ডন, মহাশয়া বিগত ইং ১৮/০৭/১৯৮৩ তারিখে লন্ডনস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত এস 5096/83 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **৬)শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু,** স্বামী ৺বিশালাক্ষী বসু, পিতা ৺প্রমোদকৃষ্ণ রায়, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **৮)শ্রীমতী বৈদেহী মিত্র nee ঘোষ,** পিতা ৺তরুন কুমার ঘোষ, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, **৯)শ্রীমতী বিদিশা সর্ব্বাধিকারী nee ঘোষ,** স্বামী শ্রী কুনাল সর্ব্বাধিকারী, সাকিম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রকাশ্য দশঘরা, ধনিয়াখালী, হুগলী, হাল সাকিম ৩৩০ ক্যানাল স্ট্রীট, কোলকাতা-৪৮, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯৯৮ সালে A.R.A. কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-1667/ 1998 নং আমমোক্তারনামা ও বিগত ইং ১৯৯৯ সালে A.R.A. কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-2912/1999 নং আমমোক্তারনামা বলে **১০)শ্রীমতী বাসবী মিত্র nee ঘোষ,** স্বামী শ্রী অমরনাথ মিত্র, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমমোক্তারগণ- **শ্রী প্রসুন রায়, শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু, শ্রীমতী বাসবী মিত্র nee ঘোষ,** ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং খমতা বলে সম্পত্তির অপর শরিক **১১)শ্রীমতী অর্পিতা চেল nee ঘোষ,** স্বামী শ্রী রতন চেল, মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/১২/২০১৭ তারিখে A.D.S.R. ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03548/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী পিঙ্কু মালিক,** পিতা শ্রী বাদল মালিক, সাকিম দশঘড়া কমলা পুকুরপাড়, দশঘড়া, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২,) বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা দশঘড়া, ২৯ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩২৯, ৩৮১, ১২৫/১, ৪৯৩/২, ৩৮৬/১, ৩৭১/২, ৩৬২/১, ৫/১, ৪২৯/২, ১২৬, ৩৭৯ ও ৫২৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৮ নং দাগে বাস্তু জমি ১০ শতক ও ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৭ নং দাগে পুকুর ৪০ শতক, একুনে মোট ৫০ শতক সম্পত্তি, উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **শ্রী পিঙ্কু মালিক,** আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী পিঙ্কু মালিক, ক্রেতা**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক নিবাসী বনমালী ভট্টাচার্য্য পিতা ৺গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য জেলা বীরভূম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১২২ নং জে.এল. ভুক্ত গয়েশপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ১২১৮, ১২১৯ ও ১২২০ নং খতিয়ান ভুক্ত ৫৮৪ নং দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত অনিল ঘোষ পিতা ৺ফকির চন্দ্র ঘোষ, সাকিম- গলুন্দী, পোঃ- পাঁচশোয়া, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২২ সালের ১ নং বহির ৫৩১৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে অনিল ঘোষ গয়েশপুর মৌজার ৫৮৪ নং দাগের সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তিকে একাধিক কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

Raghunath Dutta
(Advocate) Bolpur Court

Notice

It is hereby notified that my clients, Abhishek Kumar Sonkar and Kiran Devi Sonkar, shall be the joint and absolute owners of ALL THAT a self-contained residential Flat situated on the 2nd Floor, measuring about 600 Sq. Ft. Super Built-up Area, more or less, in the multi-storied building, together with the proportionate undivided share in the land, which has been constructed and/or built upon a plot of land measuring about 3 Cottahs 4 Chittacks, more or less, lying and situated at Holding & Premises No. 140, Sambhu Halder Lane, Ward No. 05, within the local limits of Howrah Municipal Corporation, P.S. M. P. Ghora, District – Howrah, West Bengal, PIN – 711106. The aforesaid property is proposed to be purchased by my clients from Mandakini Roy by virtue of a Sale Deed. It is stated that in the prior chain of title, Sumita Goswami and Prasanta Kumar Goswami had purchased the said property by virtue of Sale Deed No. 1423 for the year 2007, through whom the transfer of the property was subsequently affected. which has been lost from his custody and for which a GDE being no. 943 dated 20.03.2020 has been lodged with Malipanchghara P.S It is stated that my client in neither in possession nor has placed the prior deed or said property under Mortgage with any individual, bank or FI and the property is free from any encumbrance except as being created by Tata Capital Housing Finance. In case anyone procures the prior deed and/or has any objection to the said mortgage may contact the undersigned within 07 days from the date of this Publication falling which no future claim shall be entertained.

Advocate Chayan Bhunya 7047731425

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল শ্রী দীপক পাল প্রঃ দীপক কুমার পাল, পিতা - স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র পাল, সাবেক সাং – অনন্তপুর, পোঃ - চনশ্বরপুর, থানা - তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৩, হাল ঠিকানা - 214 Bipin Ganguly Road, Ghugudanga S.O., Ghugudanga, Kolkata, West Bengal - 700030, গত ইং ১৯৯৯ সালে তমলুক এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বহির ৫৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক থানার অধীন অনন্তপুর মৌজার এল. আর. ২৭৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস. ও এল. আর. ১৫৭৩ দাগে ০১ ডেসিমল, আর. এস. ও এল. আর. ১৫৮২ দাগে ০.৪০০ ডেসিমল, আর. এস. ও এল. আর. ১৫৮৩ দাগে ০.৬৬৭ ডেসিমল, আর. এস. ও এল. আর. ১৫৬৬/১৯৪৮ দাগে ০.৮৮৮ ডেসিমল ভূমি রেশমা বিবি, স্বামী - সেক রফিক আলি, সাং – অনন্তপুর, পোঃ-চনশ্বরপুর, থানা - তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৩ ক্রেতাকে গত ইং ২৭.০১.২০২৬ তারিখে তমলুক এ্যাডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৫১৭ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দ্বারা বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। উক্ত রেশমা বিবি ক্রেতা তাঁহার খরিদা সম্পত্তি তাহার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার জন্য মনস্থির করিয়াছেন। ইহাতে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে, তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অদ্য দিবস হইতে সাত দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে।
ঠিকানা- শ্রী দীপক পাল প্রঃ দীপক কুমার পাল, পিতা- স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র পাল, সাবেক সাং – অনন্তপুর, পোঃ- চনশ্বরপুর, থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৫৩,
হাল ঠিকানা- 214 Bipin Ganguly Road, Ghugudanga S.O., Ghugudanga, Kolkata, West Bengal - 700030

Arnab Kumar Rana, Advocate
Sayedpur, Tamluk, Purba Medinipur
En. No. F-2034/2315/2017

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ মহম্মদ ইয়াসিন,** পিতা মরহুম আব্দুল রসিদ, সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২০২২ সালে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0089/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং **২)সেখ আমরুল্লা,** পিতা মরহুম সেখ আব্দুল গনি, সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0189/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমাকে (**সেখ মাসুম,** পিতা সেখ মুজিদ, সাকিম সেখপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি. এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00130/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মহম্মদ জাবেদ এবং ২)মহম্মদ শম্শ আলম,** উভয়ের পিতা মহম্মদ সাহাব উদ্দিন, উভয়ের সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল. ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ৯০/৪ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ৪০ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে ০৩ শতক সম্পত্তি এবং ২)হাল এল.আর. ৫৬ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩৮ নং দাগে পুকুর বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ১৮ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে ২.১৬ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে দুইটি দাগে মোট ০৩ কাঠা ০২ ছটাক বা ৫.১৬ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)মহম্মদ জাবেদ** এবং **২)মহম্মদ শম্শ আলম,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ মাসুম, আমমোক্তার**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী দেবনারায়ণ মাহাত, পিতা-স্বর্গীয় নকুল চন্দ্র মাহাত, সাং-খেমাশুলী, থানা-খড়গপুর লোকাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, গত ইং-১২।০৬।২০২৫ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর অফিসের ৪৭৫০ নং আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং নিলাদ্রী শেখর মাহাত দিগরের নিকট হইতে গত ইং- ২১।০১।২০২৬ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর ডি.এস.আর -১ অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৬৭/২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খেমাশুলী মৌজার জে.এল.নং-৪৪, রিঃ জঃ-এর ১০০ নং খতিয়ান, হাল এল.আর জঃ-এর ১৬৬ নং খতিয়ান, রিঃ জঃ- এর ও হাল এল.আর জঃ ১৫৭/৬১৫ দাগে ১৩ ডেসিমেল ডাহি পুঃ পতিত ক্রয় করিয়া উক্ত সম্পত্তি তাঁহার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার মনস্থির করিয়াছেন। ইহাতে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারও কোন আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য অদ্যকার দিন হইতে ১(এক) মাসের মধ্যে উপরোক্ত দিয়তঃ ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

শ্রী জয়দীপ ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

শহরে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড
হোটেল-রেস্তোরাঁয় অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের পর হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসল রাজ্য প্রশাসন। আগুন লাগার ঝুঁকি কমাতে কোথায় কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়েও নজরদারি বাড়ানো সহ একাধিক সিদ্ধান্ত এদিনের বৈঠকে থেকে নেওয়া হয়। কোনও প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের পরেই বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে বসেন মন্ত্রী সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বুধবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ডিজি ফায়ার অনুজ শর্মা-সহ দমকল দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক এবং পুর দপ্তরের আধিকারিকরাও। এদিন প্রশাসনের আলোচনায় উঠে এসেছে, শুধু অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকলেই হবে না, ভবনের ভিতরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও নিয়মের মধ্যে রয়েছে কি না, তা দেখা দরকার। সেই কারণেই হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলির বৈদ্যুতিক লোড পরীক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হলে পরিকাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হতে পারে। তাই কোথায় কতটা বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে এবং বাস্তবে তার বেশি ব্যবহার হচ্ছে কি না, সেই হিসাব মিলিয়ে দেখার পরিকল্পনা নিল প্রশাসন। বুধবারের বৈঠকে অগ্নিনিরাপত্তার নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও নজরদারি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ বা জনসাধারণের প্রবেশ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ঘাটতি থাকলে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

শহরের সাম্প্রতিক আগুনের ঘটনাগুলির পর প্রশাসনের এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য, ঘটনার পরে শুধু তদন্ত নয়, আগে থেকেই ঝুঁকির জায়গাগুলি চিহ্নিত করে তাতে নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিয়ম ভাঙা হচ্ছে কি না, তা এবার নজর এড়াবে না বলেই প্রশাসনিক মহল স্পষ্ট বার্তা দিল।

বাজার থেকে ফেরার পথে জমা জলে পড়ে মৃত্যু, তদন্তে ডোমজুড় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ডোমজুড়ে বৃষ্টির জমা জলে পড়ে মৃত্যু হল বছর ৩০-এর এক যুবকের। বুধবার দুপুরে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাকড়দহ পূর্বষিপাড়া এলাকায় মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। যদিও মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম সহদেব বাছার। গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে ডোমজুড়ের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে। এদিন দুপুরে বাজার সেরে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন সহদেব। বাড়ির কাছাকাছি জমা জলের মধ্যে আচমকাই তিনি পড়ে যান বলেই স্থানীয় সূত্রের দাবি। মুখ থুবড়ে ওভাবেই জলের মধ্যে পড়ে ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর বিষয়টি নজরে এলে স্থানীয়বাসিন্দারা জল থেকে সহদেবকে উদ্ধার করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর শরীরে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর খবর দেওয়া হয় ডোমজুড় থানায়। পুলিশ এসে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, সহদেব মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জমা জলের মধ্যে হাঁটার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কি না, কিংবা জলে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেননি, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ আরও স্পষ্ট হবে।

মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রকাশ করল তাঁর অভিনীত ছায়াছবির পোস্টার সম্বলিত পিকচার পোস্টকার্ড। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবশ্রী রায়, উত্তম পুত্রবধূ মহুয়া চ্যাটার্জি, রূপক সাহা, কর্ণধার, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ও পোস্টার সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ।

৪৭০২ কোটির নিকাশি প্রকল্প, হাওড়ায় পাঁচ বছরে জল-যন্ত্রণা মেটানোর আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্ষা এলেই জলমগ্ন হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা এটা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে দেখতে অভ্যস্ত হাওড়াবাসী। তবে ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সাড়ে তিনমাসের মধ্যেই সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার দাবি জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। মন্ত্রীর দাবি হাওড়ার জলবদ্ধ পরিস্থিতি কাটাতে এবার ৪৭০২ কোটি টাকার নিকাশি সংস্কার প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। কেএমডিএ-র তৈরি মাস্টারপ্ল্যান ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। আগামী জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু শুরু হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই আরও জানান, এই প্রকল্পের খরচের ৩০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। বাকি ৭০ শতাংশ অর্থ আসবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (এডিবি) কাছ থেকে। মন্ত্রী বলেন, কেএমডিএ একটা মাস্টারপ্ল্যান করেছে। প্ল্যান হয়েছে ৩০ শতাংশ রাজ্য সরকার ও ৭০ শতাংশ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বা এডিবি দেবে। ৪৭০২ কোটি টাকার হাওড়া শহরের নিকাশি সংস্কারের ওই মাস্টারপ্ল্যান ইতিপূর্বেই রাজ্য মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৭ থেকে সে কাজ শুরু হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে। কাজ শেষ হওয়ার পর বর্ষাকালে হাওড়া ও বালিতে জল জমার সমস্যা হবে না। সম্প্রতি তিনদিন ধরে রাজ্যে চলা একটানা বৃষ্টির দরুন বুধবারেও শহরের একাধিক জায়গার ছবি ছিল অন্য রকম।

শিবপুর রোড, পঞ্চাননতলা রোড এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি গলিতে জল দাঁড়িয়ে যায়। ক্ষীরেরতলা, কদমতলা ও পাগলা ফৌজের গলিতেও একই পরিস্থিতি দেখা যায়। এছাড়াও মধ্য হাওড়ার পাশাপাশি দক্ষিণ হাওড়ার চুনাভাটি, থানামাকুয়া এবং বিবেকানন্দনগরেও জল জমে।

নতুন প্রকল্পের লক্ষ্য মূলত শহরের পুরনো নিকাশি পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো। হাওড়ার পাশাপাশি বালি এলাকার জল জমার সমস্যাও এই প্রকল্পের আওতায় মধ্যে আনা হয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের অভিযোগ, রেজিস্ট্রেশন বাতিল করল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার সোদপুরের একাধিক রেস্তোরাঁয় অভিযান চালাল রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। ফ্রিজ এবং স্টোরে মজুত রাখা খাবার নষ্ট করে দেওয়া হল। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের মারাত্মক অভিযোগে সোদপুরের একটি নামী ফুড চেনের রেস্তোরাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে খাবারে ভেজাল মেশানো এবং রান্নার সামগ্রীতে ছত্রাক পড়ার মতো গুরুতর প্রমাণও মিলেছে। অভিযান চালিয়ে সোদপুরের আরও দুটি নামী রেস্তোরাঁকে অন্তত দু'দিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা। রেজিস্ট্রেশন বাতিল নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ডঃ প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, ওই নামী রেস্তোরাঁর লাইসেন্স নেই। অথচ রেজিস্ট্রেশন আছে। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের জন্য ওই রেস্তোরাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। তবে রেস্তোরাঁ মালিককে ঠিক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করার জন্য ওই রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হবে।

ধৃত টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ডিম থেরাপির শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তোলাবাজি, হুমকি, দাদাগিরি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত টিটাগড় পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সনু সাউ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই সনু সাউয়ের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। মঙ্গলবার রাতে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্রাক করে খড়দা থানার পুলিশ বিধাননগর থেকে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সনুকে পাকড়াও করে। বুধবার থানা থেকে বের আদালতে নিয়ে যাবার সময় ডিম থেরাপির শিকার হন ধৃত প্রাক্তন কাউন্সিলর। উঠল চোর চোর স্লোগানও। পুলিশ কোনঙক্রমে পরিস্থিতির সামাল দিয়ে ধৃতকে প্রিজন ভ্যানে তুলে আদালতের উদ্দেশে রওনা দেয়।

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা, নিম্নচাপ সরল ঝাড়খণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাদ্রের শুরুতেই অতিসক্রিয় বর্ষা। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপটি দক্ষিণবঙ্গ হয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোতেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ একাধিক জেলা। বুধবার সকাল থেকেই দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টিতে বানভাসি অবস্থা তৈরি হয়েছে তিলোত্তমায়। রাস্তায় থিকথিকে জমা জল আর তীব্র যানজটে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় সাধারণ মানুষের। অন্য দিকে, টানা বৃষ্টিতে সবথেকে করুণ পরিস্থিতি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূমে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

মহালয়া থেকেই রাজ্যে পুজোর আবহ

ইডেনে বড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, থাকার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যে প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হবে নতুন সরকার আসার পর। তাই এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে। যার মধ্যে অন্যতম মহালয়ার দিনেই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে মহালয়া। ওই দিনই আলো, গান, নাচ, ঢাক এবং বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পকে নিয়ে অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি চলছে। সরকারি সূত্রের দাবি, রাজ্যের দুর্গাপুজোকে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের সরকার।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। যার মধ্যে দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। তবে অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত রূপরেখা এখনও তৈরি সম্পূর্ণ হয়নি। তবে ছাব্বিশের নির্বাচনের পর মহালয়াকে বেছে নেওয়ার পিছনে রাজ্যের সাংস্কৃতিক আবেগকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে ওই দিন থেকেই দেবীপক্ষের সূচনা হয়। তাই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী', তর্পণ এবং দেবীর আগমনী, বাঙালির পুজোর সঙ্গে মহালয়ার এই সম্পর্কের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের । সেই আবেগকেই সামনে রেখে ইডেনে বড় মাপের অনুষ্ঠান করার ভাবনা নিল রাজ্য সরকার। বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাসের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতিকে অনুষ্ঠানে জায়গা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে ঢাক, ধুনুচি নাচ, ছৌ-সহ নানা লোকশিল্প পরিবেশন করা হবে। কলকাতার শিল্পীদের পাশাপাশি জেলার শিল্পী এবং ঢাকিদেরও যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে।

যদিও এই আয়োজনের ক্ষেত্রে অসমের ২০২৩ সালের বিহু অনুষ্ঠানও নজরে রয়েছে। গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে ওই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিল্পী একসঙ্গে বিহু নৃত্য ও ঢোলবাদনে অংশ নিয়েছিলেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের নথি অনুযায়ী, বৃহত্তম বিহু নৃত্যে ১১,২৯৮ জন অংশ নিয়েছিলেন। একই অনুষ্ঠানে ২, ৫৪৮ জন ঢোলবাদকের পরিবেশনাও রেকর্ড গড়ে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যের অনুষ্ঠানের পরিসর বাড়ানোর ভাবনা রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। তবে ইডেনের অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিশ্বরেকর্ডের জন্য আবেদন করা হবে কি না, তা এখনও অনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে ইডেন গার্ডেন্স-এর মাঠের পরিচিতি এবং দর্শক ধারণের ক্ষমতা মাথায় রেখেই বেছে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার কেন্দ্রে থাকা এই মাঠে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও পরিচিতি রয়েছে। তবে অনুষ্ঠান আয়োজনের আগে ক্রিকেটের সূচি, মাঠের ব্যবহার, নিরাপত্তা এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের অনুমতি নিয়েই করা হবে বলেই সূত্রের খবর।

এই আয়োজনের সঙ্গে পুজোর অর্থনীতির বিষয়টিও জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যে দুর্গাপুজোকে ঘিরে প্রতিমা তৈরি, মণ্ডপ, আলো, পোশাক, পরিবহণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, বিজ্ঞাপন এবং পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশাল বড় অঙ্কের লেনদেন হয়। তাই পুজোর আয়োজনকে বড় পরিসরে তুলে ধরলে রাজ্যে ব্যবসা ও পর্যটনে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছে সরকার। পাশাপাশি রাজনৈতিক দিক থেকেও এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে আলাদা নজর আছে। বিরোধী দলে থাকার সময়ে বিজেপি বাংলায় দুর্গাপুজো ও হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিল। ছাব্বিশের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসার পর সেই বিষয়টি ঘিরে নতুন সরকারের অবস্থান কী হয়, তার দিকেই তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক মহল। এছাড়াও কলকাতার দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ'-এর স্বীকৃতি পাওয়ার পর, সেই আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে কলকাতা ও বাংলাকে পুজোর সময় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনাও নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

অ্যাপ-ক্যাব নিয়ে বৈঠক, ভাড়া-সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে অ্যাপ-ক্যাব পরিষেবা নিয়ে একাধিক সমস্যার সমাধানে মঙ্গলবার বৈঠক করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। এদিন ময়দান টেন্টে পরিবহণমন্ত্রী অ্যাপ-ক্যাব সংস্থা, অ্যাগ্রিগেটর, বেঙ্গল গ্যাস কোং এবং পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে সিএনজি সরবরাহ, ভাড়া সংশোধন, বিমানবন্দর ও বড় রেলস্টেশনে যাত্রী তোলা, চালকদের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা-সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে সিএনজি সরবরাহের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেন মন্ত্রী। পরিবহণ সূত্রের খবর, এই বৈঠক থেকে পরিবহণমন্ত্রী পর্যাপ্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন সিএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বিকল্প সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দেন মন্ত্রী। এছাড়াও অ্যাগ্রিগেটর অ্যাপের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কাজে ব্যক্তিগত বা নন-কমার্শিয়াল গাড়ি ব্যবহার করার বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে। এক্ষেত্রে দপ্তরের দাবি এই ধরনের গাড়ির মালিক ও চালকদের জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাত দিনের সময় দেওয়া হবে। ওই সময়ের মধ্যে তাঁরা অ্যাপের মাধ্যমে ভাড়ায় গাড়ি চালানো থেকে সরে আসতে

পারবেন। সাত দিনের সময়সীমা পেরিয়ে গেলে নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকে অ্যাপ-ক্যাবের ভাড়া সংশোধন করা নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সময় সরকারি কাজে ব্যবহার করা গাড়ির ক্ষতিপূরণ এবং অ্যাপ-ক্যাব চালকদের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা নিয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ এদিনের বৈঠক থেকে দেন পরিবহণমন্ত্রী। এছাড়াও চালকদের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দপ্তরের অধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই জানান হয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দর এবং বড় রেলস্টেশনগুলিতে যাত্রী তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার করার বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এই সমস্যা মেটাতে পরবর্তীতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনারেটগুলির সঙ্গে বৈঠক করা হবে বলেও জানান হয়েছে। এছাড়াও বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং পরিকাঠামো, অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি বুকিংয়ের নিয়ম এবং চালকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মঙ্গলবার দিন এই বৈঠক থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত কার্যকর করতে পরিবহণ দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফের কার্ল মার্ক্সের উক্তিতে চুনকাম, উত্তপ্ত যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: একদল লিখবে, তো আর একদল মুছবে! দেওয়াল লিখন এবং রাজনৈতিক গ্রাফিতিকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে তীব্র উত্তেজনার পারদ চড়ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদিকে ঘটনার সূত্রপাত অগস্ট মাসের ২৮ তারিখ। সেদিন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে বিতর্কিত গ্রাফিতি নজরে আসে। পরদিনই অর্থাৎ ২৯ অগস্ট সেই গ্রাফিতির ওপর চুনকাম করে দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু থেমে থাকেনি ছাত্র সংগঠনগুলি। ৩০ অগস্ট ফের সেই একই দেওয়ালে ফুটে ওঠে কার্ল মার্ক্সের একটি বিখ্যাত উক্তি। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর সকালে দেখা যায়, সাদা রঙের পোঁচে আবারও মুছে দেওয়া হয়েছে সেই দেওয়াল।

সম্প্রতি এবিভিপি এবং বাম ছাত্র সংগঠনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই উত্তাপের আবহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের দেওয়াল লিখন নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যাম্পাসের দেওয়ালে 'রেড স্যালুট কিষেণজি', 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' কিংবা 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'-র মতো স্লোগান কেন থাকবে তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দেশবিরোধী স্লোগান কোনওভাবেই

বরদাস্ত করা হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত শনিবার রাত থেকে রবিবার পর্যন্ত ক্যাম্পাসের একাধিক বিতর্কিত দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি চুনকাম করে মুছে ফেলা হয়। তবে বিতর্ক এখানেই থামেনি। এরপরেই মোছা দেওয়ালে পুনরায় ফুটে ওঠে কার্ল মার্ক্সের চার লাইনের উক্তি। অনুমান করা হয়, এটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কাজ। এসএফআই-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে ফের দেওয়াল লিখন করবে। অন্যদিকে গেরুয়াপন্থী ছাত্র সংগঠন এবিভিপির পাল্টা দাবি, এটি নকশালপন্থীদের কারসাজি এবং এই নিয়ে তারা নির্দিষ্ট স্থানে অভিযোগ জানাবে।

এদিকে প্রশ্ন উঠছে, কার্ল মার্ক্সের উক্তির সঙ্গে যেখানে কোনও দেশবিরোধী স্লোগানের সম্পর্ক নেই, সেখানে তা কেন মুছে ফেলা হল তা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, তারা স্লোগান মোছার এই কাজ করেননি।

তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে সকলকে সংযত হওয়ার আর্জি জানিয়ে একটি খোলা চিঠি লেখেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক, গবেষক ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান, যত্রতত্র দেওয়াল লিখন, গ্রাফিতি বা পোস্টার না লাগানোর। উপাচার্যের বক্তব্য, 'দেওয়াল তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বহু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক পোস্টার থাকে, কিন্তু এতে ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যুগের সঙ্গে মানানসই রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন।' উপাচার্যের চিঠির পরপরই মঙ্গলবার রাতে ওপেন এয়ার থিয়েটারের দেওয়ালের রাজনৈতিক উক্তি চুনকাম হয়ে যাওয়ায় জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। ক্যাম্পাসের ভিতরের এই রাজনৈতিক যুদ্ধ ও দেওয়াল দখলের লড়াই শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে, এখন সেটাই দেখার।

৫০ দিন পর শর্তসাপেক্ষে জামিন লাহেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা দেড় মাসেরও বেশি সময় অর্থাৎ ৫০ দিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন বারুইপুরের সিপিএম নেতা লাহেক আলি। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর এই অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত লাহেকের মায়ের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন। এই মানবিক ও চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেই এদিন আদালতে অন্তর্বর্তী জামিনের জোরালো আবেদন জানান লাহেকের আইনজীবীরা। মামলাটির সমস্ত দিক পর্যালোচনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর বিচারপতি লাহেক আলিকে জামিন দেন। তবে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করলেও আলিপুর আদালতের বিচারাধীন এই মামলার ক্ষেত্রে একাধিক কঠোর শর্ত বেঁধে দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, জামিনে থাকাকালীন সিপিএম নেতা লাহেক আলি নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। এর পাশাপাশি এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তদন্তের স্বার্থে বারুইপুর থানার পুলিশ তলব করলেই তাঁকে হাজিরা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, বারুইপুরে এক নাবালিকাকে নির্যাতন ও নির্মম খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ওই ঘটনার পর উত্তেজিত জনতার গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে, এই গণপিটুনির নেপথ্যে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন সিপিএম নেতা লাহেক আলি। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই গত ১২ জুলাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। এরপর থেকে একাধিকবার নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন করা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়।

সাত রাজ্যে ইডির মেগা রেড, শেক্সপিয়র সরণিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সড়কের টোল প্লাজায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। জালিয়াতির নেপথ্যে কাজ করছিল এক জাল সফটওয়্যার। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এবং মূল চক্রীদের ধরতে বুধবার সকাল থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। শুধু রাজ্যই নয়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান সহ দেশের মোট সাতটি রাজ্যের ১৪টি আস্তানায় একযোগে হানা দিলেন তদন্তকারীরা। আর সেই বিরাট আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্রের জল যে তিলোত্তমা পর্যন্ত গড়িয়েছে, তা এদিনের অভিযান থেকেই স্পষ্ট।

বুধবার সাতসকালে কলকাতার অভিজাত এলাকা শেক্সপিয়র সরণির একটি বহুতল আবাসনে হাজির হন ইডির ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো আবাসন ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ানরা। সূত্রের খবর, ওই আবাসনের তিনতলায় এক নামজাদা ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাট তথা কার্যালয়ে তল্লাশি চালান আধিকারিকেরা।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার মূল সূত্রপাত উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে। সেখানে জাতীয় সড়কে বেআইনিভাবে টোল ট্যাক্স আদায়ের একটি এফআইআর দায়ের হয়।

জালিয়াতির মোডাস অপারেন্ডি বা কাজের ধরন দেখে অবাক হয়ে যান তদন্তকারীরা। অভিযোগ, একটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে জাতীয় সড়কে দিনের পর দিন বেআইনিভাবে টোল আদায় করা হচ্ছিল। সরকারি অনুমোদন নেই, এমন জাল রসিদ ছাপিয়ে গাড়ি চালকদের থেকে কোটি কোটি টাকা উশুল করা হত। সরকারি খাতায় যাতে এই দুর্নীতির কোনও প্রমাণ না থাকে, তার জন্য ব্যবহার করা হত এই সমান্তরাল সফটওয়্যার। ফলে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সেই বিপুল অংকের টাকা গোপনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছিল অন্য কোনও বেনামি অ্যাকাউন্টে।

লখনউয়ের সেই অভিযোগের সূত্র ধরেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে ইডির হাতে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, এই জাল বিছানো রয়েছে দেশের একাধিক রাজ্যে। ঘটনার মূল কান্ডারীদের খুঁজতে এবং ডিজিটাল নথিপত্র উদ্ধারে বুধবার একযোগে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান সহ সাত রাজ্যে ঝটিকা অভিযান চালায় ইডি। কলকাতার এই বহুতল আবাসনের ব্যবসায়ী কীভাবে এই বিপুল দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হলেন, তা নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন উঠছে। শেক্সপিয়র সরণির ওই অফিস থেকে বেআইনি টোল আদায়ের কালো টাকা লেনদেন হত নাকি এই জাল সফটওয়্যার তৈরির মূল কারিগর এই শহরের কেউ, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু ডিজিটাল ফাইল ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনতে নারাজ কেন্দ্রীয় সংস্থা। দুর্নীতির শিকড় কত দূর ছড়িয়েছে এবং এই চক্রের পেছনে থাকা প্রভাবশালী মাথার খোঁজ পেতে মারিয়া তদন্তকারীরা।

থানায় হাজিরা তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও সুমিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের দপ্তরে অনভিপ্রেত অশান্তি এবং সরকারি কর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় এবার পুলিশি তদন্তের জালে কালীঘাট তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতানেত্রী। নোটিস পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় শেক্সপিয়ার সরণি থানায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। বুধবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেক্সপিয়ার সরণি থানায় গিয়ে পৌঁছন তিনি। দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বের হন এই প্রবীণ সাংসদ। তবে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেও এ বিষয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেননি ডেরেক। একই দিনে এই বহুল চর্চিত ঘটনায় হাজিরা দিতে হয়েছে অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত সোমবারই প্রথম দফায় সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছিল শেক্সপিয়ার সরণি থানা। তবে সে দিন আইনজীবী মারফত চিঠি পাঠিয়ে নিজের ব্যস্ততা ও অনুপস্থিতির কথা জানিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। এরপর তদন্তকারী কর্তারা তাঁকে দ্বিতীয়বার তলব করে বুধবার সকাল ১০টায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মতো নির্ধারিত সময় মেনেই এদিন ডেরেক থানায় পৌঁছলে তাঁকে একাধিক বিষয়ে জেরা করা হয়। বিশেষ করে ঘটনার দিন শেক্সপিয়ার সরণির ওই অফিসে কী ঘটেছিল, পুর আধিকারিক ও পুলিশি কাজে বাধা দেওয়ার নেপথ্যে কার কী ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, নির্ধারিত সূচি মেনে দুপুর ১২টার আগেই শেক্সপিয়ার সরণি থানার পৌঁছন অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। সূত্রের দাবি, ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ও উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সামনে রেখে সুমিতকেও জেরা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এর আগে গত মঙ্গলবারই এই নির্দিষ্ট মামলায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই হাজির হয়েছিলেন শেক্সপিয়ার সরণি থানায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল তাঁকে। বুধবার তৃণমূলের আরও দুই প্রভাবশালী

মুখ প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কেও হাজিরার নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার বিকেলে। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের একটি দল ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দলীয় দপ্তরে যায় সেখানে লাগানো তৃণমূলের একটি সুবিশাল বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ড সরাতে। পুরসভার অভিযোগ ছিল, বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকা এই বিলবোর্ডটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বসানো হয়েছিল এবং যে কোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পুরকর্মীরা সেটি সরাতে গেলে তাঁদের কাজে চরম বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পৌঁছয় স্থানীয় থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ ও পুরকর্মীদের ওপর চড়াও হয় দলীয় কর্মীরা। এই ধস্তাধস্তির ঘটনায় শেক্সপিয়ার সরণি থানায় তিনটি পৃথক এফআইআর রুজু করা হয়। যার মধ্যে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুর আধিকারিক এবং দ্বিতীয় অভিযোগটি করেছেন পার্ক স্ট্রিট থানার এক ট্রাফিক সার্জেন্ট। পুলিশকে মারধর, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ধারায়- মহিলা পুলিশকর্মীদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া, হেনস্তা করা এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই সবক'টি এফআইআর-এই মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ একাধিক প্রথম সারির তৃণমূল নেতৃত্বের।

মঙ্গলবার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা দীর্ঘ জেরার পর থানা থেকে বেরিয়ে এসে সুর চড়িয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি দাবি করেন, 'সামান্য একটা সাইনবোর্ড খোলার অছিলায় পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের প্রায় এক হাজার কর্মী পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য। এটি সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার চক্রান্ত।'

এদিকে মহিলা পুলিশকর্মীদের শ্লীলতাহানি ও হেনস্তার অভিযোগও পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' ভেঙে ফেলার কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপ আরও বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতায় খেলার মাঠ বেআইনিভাবে দখল করে গড়ে ওঠা তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প 'সেবাশ্রয়'-এর সমস্ত অস্থায়ী নির্মাণ অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি শ্রীমন পালের ডিভিশন বেঞ্চ এই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দেয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছর। নিজের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকার সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবির 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি চালু করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে চিকিৎসা শিবিরের সুবিধার্থে কয়েকটি জায়গায় অস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এর মধ্যে ফলতা বিডিও অফিসের ঠিক পাশেই তৈরি করা হয়েছিল সেবাশ্রয়ের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প ও একটি অস্থায়ী মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ, প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই নির্মাণকাজ করার সময় একটি প্রাচীন ও ব্যস্ত খেলার মাঠ এবং উদ্যান কার্যত গায়ের জোরে দখল করে নেয় তৎকালীন স্থানীয় প্রশাসন ও দলীয় নেতৃত্ব। এরপর সাময়িক পরিষেবা প্রদান শেষ হলেও মাসের পর মাস ধরে সেই বেআইনি পরিকাঠামো সেভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই মাঠে এলাকার একাধিক স্কুলের বার্ষিক খেলাধুলো, ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও খেলার মাঠ পূর্বাবস্থায় ফেরানোর দাবি তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ফলতার বাসিন্দা তথা আইনজীবী আমিনুদ্দিন খান।

বুধবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে আবেদনকারী আইনজীবী আদালতে অভিযোগ জানান, 'সেবাশ্রয়ের সমস্ত কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকারি মাঠ দখল করে বেআইনি নির্মাণগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিনের খেলাধুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ ও পড়ুয়ারা ব্যাপকভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই অবিলম্বে এগুলি ভেঙে ফেলা প্রয়োজন।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের স্পষ্ট বার্তা, খেলার মাঠ বা জনপরিসর দখল করে কোনও বেআইনি পরিকাঠামো ফেলে রাখা যাবে না। শুনানির এক পর্যায়ে কড়া সুর চড়িয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অস্থায়ী নির্মাণ অবিলম্বে সরিয়ে দিন। নাকি এটা সরানোর জন্য পুলিশকে ডেকে পাঠাতে হবে? রাজ্য পুলিশকে কি এই বেআইনি নির্মাণ সরানোর নির্দেশ দেব?' শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, সেবাশ্রয় ও মেডিক্যাল ক্যাম্পের নামে তৈরি হওয়া সমস্ত অস্থায়ী পরিকাঠামো অবিলম্বে সরিয়ে দিয়ে মাঠটিকে দ্রুত খেলাধুলোর উপযোগী করে তুলতে হবে।

সম্পাদকীয়

দার্জিলিংয়ে রোপওয়ে, যোগাযোগ থেকে পর্যটন, মাস্টার স্ট্রোক রাজ্যের

মসনদে বসেই পাহাড় তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে নজর দিয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত পাহাড়বাসী। পূর্বতন সরকার শুধু ভাষণ দিয়েই ১৫ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত উন্নয়ন বলতে পাহাড়ে কিছুই হয়নি। বর্তমান সরকার এসে সেই কাজটাই শুরু করেছে। এর প্রথম ধাপ হিসেবে দার্জিলিংয়ে রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই রোপওয়ে তৈরি হবে দার্জিলিং থেকে কালিম্পং পর্যন্ত। এর ফলে একদিকে পাহাড়ে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যানজট কমবে রাস্তায়। অন্যদিকে এর দৌলতে পর্যটনের নতুন দিক খুলে যাবে পাহাড়ে। সম্প্রতি এই লক্ষ্যে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যসচিব, পর্যটনমন্ত্রীকে নিয়ে এক বৈঠকে এই বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২২ কিমি দীর্ঘ এই প্রস্তাবিত রোপওয়ে প্রকল্প বাস্তবের রূপ দেখলে পাহাড়ে পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে এবং সড়ক পথে যান চলাচলের ওপর চাপও কমবে। একই সঙ্গে ওই বৈঠকে উত্তরবঙ্গে একটি বৃহৎ যোগাভ্যাস কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে প্রায় এক হাজার মানুষ যোগাভ্যাস করতে পারবেন, এমন উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করার দায়িত্ব পর্যটন দফতরকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্ব ডুয়ার্সে নতুন পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারকে কেন্দ্র করে এই পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। বনমন্ত্রী মনোজ ওরাও এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে পাহাড়ের উন্নয়নে জোরকদমে কাজ শুরু করতে চলেছে এই সরকার। এখন দেখার কত দ্রুত প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতে পারে প্রশাসন। খুব সহজ ভাষায় বললে, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে পর্যটন ও যোগাযোগের পরিকাঠামোকেই হাতিয়ার করতে চাইছে সরকার।

শব্দছক ২৫৮

রবি দাস

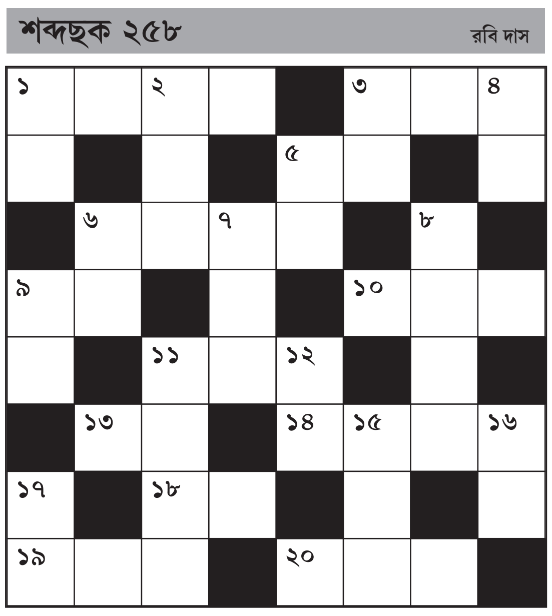

পাশাপাশি: ১. ইংরাজীতে ডিক্সেনারী ৩. বিশেষ ঘাস থেকে তৈরী শোওয়া-বসার পাতন ৫. শ্রীকৃষ্ণর এক নাম ৬. অন্যমনস্ক ৯. হস্তী ১০. চতুর্থ পাণ্ডব ১১. অধিষ্ঠান ১৩. গাছ লাগানোর জন্য গুড়ো মাটির আধার ১৪. শ্রীরামের পুত্রযুগল ১৮. অভ্যাস ১৯. লঙ্কাধিপতি ২০. জেল্লা বা জিলিক

ওপর-নিচ: ১. শত্রু ২. অঙ্গে বন্ধনকরা ৩. ফুল দিয়ে গাঁথা হার ৪. বর্ণ ৫. ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ৬. অদ্য ৭. ছোটো খঞ্জনী ৮. অস্থিরমতি ৯. যে শস্যদানার আটা আমরা খাই ১১. বর্ণনা ১২. নীর ১৫. বসন্তের এক ফুল ১৬. বাণ ১৭. অনাবৃষ্টি

সমাধান ২৫৭ — পাশাপাশি: ১. সংবাদ ৩. মানা ৫. নর ৬. রদ ৮. অজ ১০. লপন ১২. বিলাবল ১৪. মান ১৫. জুন ১৬. বদনাম ১৮. রকম ১৯. কল ২০. নব ২২. চল ২৩. কনে ২৪. নমস্কার

ওপর-নিচ: ১. সর ২. দর ৪. নাচন ৫. নবাবি ৭. দলমাদল ৮. অবনমন ৯. জল ১১. গণনা ১৩. লাজুক ১৬. বক ১৭. মহল ১৮. রজক ২১. বন ২২. চর

আজকের দিন

■ **১৯৭১** — কাতার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

■ **১৯৭৬** — নাসার চালকবিহীন ভাইকিং ২ মহাকাশযানটি সফলভাবে মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে এবং মঙ্গলপৃষ্ঠের প্রথম কাছ থেকে তোলা রঙিন ছবি ও তথ্য পাঠায়।

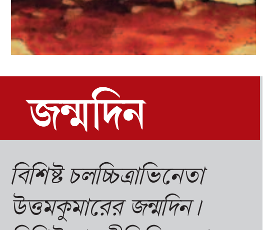

জন্মদিন

উত্তমকুমার

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্বপন দাশগুপ্তের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিবেক ওবেরয়ের জন্মদিন।*

শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্কের ‘অবনমন’ কতটা প্রভাবিত করছে রাজ্যের শিক্ষার মান

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান নামছে বলে অভিযোগ উঠছে নানা মহল থেকে। বিতর্ক থাকলেও অনেকের অভিযোগ, এর অন্যতম কারণ শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্কের অবনমন। রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদল ও ৬৫-তম জাতীয় শিক্ষক-দিবসের প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়।

দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের অন্যতম উন্নত এবং ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূলে ছিল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)। এর মূল কারণ ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই কলকাতা ছিল আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতার বিশেষজ্ঞ অচিন চক্রবর্তীর মতে, অতিমারির কারণে সারা দেশেই শিক্ষার যে অভূতপূর্ব ক্ষতি হয়েছিল, তা কমবেশি উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায় পঠনপাঠনকে কোভিড-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিংবা সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষক সীমিত পরিসরে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষার আলো শিশুকিশোরদের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, যা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

অনেকে মনে করেন, গত কয়েক দশকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষকদের সামজিক মর্যাদা কমেছে। এর কারণ কী কী? একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, গণিতবিদ ডঃ কাজল দে এই ব্যাপারে বলেন, ‘শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি একটা অন্যতম কারণ। ভাল শিক্ষক অবশ্যই আছেন, কিন্তু ইদানিং যাঁরা শিক্ষকতা করেন, তাঁদের অনেকেই এই পেশাকে শুধুমাত্র আরেকটি অর্থোপার্জনের উপায় ভাবেন। আর এখন তো স্কুল শিক্ষক মানে ছোট একটা সন্দেহ উঁকি মারে সবার মনে, কিভাবে চাকরি পেলেন তা নিয়ে, যেটা যথেষ্ট মর্যাদা হানিকর।’

এ ব্যাপারে একটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আধিকারিক তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বাসব চৌধুরী বলেন, ‘দেখুন, আমার মতবাদ খানিকটা শক্ত হয়। একসময় শিক্ষকরা বেতন কম পেতেন। তাঁদের ত্যাগ ছিল। তাঁরা ছাত্রছাত্রী মানুষ করতেন। নিজের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও সততা ও স্বার্থত্যাগের জন্য সমাজ তাঁদের সম্মান করতেন। দিন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকার-সচেতনতা এলো। শিক্ষকরা আইএএস-দের সমতুল বেতন ও সুযোগসুবিধা চাইলেন। কিছু পেলেনও। কিন্তু সামাজিক সম্মানের দিকটা কমে গেল। শিক্ষকতা চাকরি হোলো, সেবার দিকটা কমে গেল। এটা অবশ্য চিকিৎসক বা আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে।’

একটি নামী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক-অধ্যাপক ডঃ বূড়োশিব দাশগুপ্ত বলেন, ‘সরকার শিক্ষাকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেয় নি।’

উন্নত দেশের চিত্র কি খুব আলাদা? ডঃ বাসব চৌধুরীর মতে, ‘সেখানে শিক্ষকরা শ্রমিকদের মতন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কলেজে পড়িয়ে রোজগার করেন। সেখানে dignity of labour কাজের ছোট বড় বিভেদ করে না। বাথরুম পরিষ্কার করার মহিলাও গাড়ি চালিয়ে আসেন। সেখানে একটা অন্যরকম সংস্কৃতি কাজ করে।’

এ ব্যাপারে বুড়োশিববাবুর সাফ জবাব, ‘উন্নত দেশগুলো শিক্ষাকে এখনও সমাজের প্রথম শ্রেণিতে রাখে।’ ডঃ কাজল দে-র বক্তব্য, ‘আমি যেটুকু জানি উন্নত দেশে বেশিরভাগ শিক্ষকদের চাকরির স্থায়ীত্ব নেই। Publish or perish — এই রকম আপ্তবাক্যই চলে। ঘন ঘন চাকরি স্থল বদলানো খুব সাধারণ ব্যাপার। সেই অবস্থায় সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ভাবনা বোধহয় খুব গুরুত্ব পায় না।’

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের শিক্ষকদের অবদানের তুলনা প্রসঙ্গে ডঃ বুড়োশিব দাশগুপ্ত বলেন, ‘কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কেল অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি।’ ডঃ কাজল দে এই ব্যাপারে এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘যতদূর মনে হয় দক্ষিণ ভারতের অবস্থা এখানকার থেকে ভালো।’ অন্যদিকে, ডঃ বাসব চৌধুরীর মতে, ‘চিত্রটা একই রকম। UGC scale এ কলেজ শিক্ষকদের বেতন ঠিক হয়। প্রাইভেট কলেজে বৈষম্য থাকে। স্কুলে অবস্থাটা খুব সুখকর কোথাওই নয়। একটা স্বচ্ছ সৎ সমীক্ষা করলে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা যাবে। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে সততা ও স্বচ্ছতা কম। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে — সেই সব দেশ কিন্তু অনেক পরিচ্ছন্ন আছে। সেখানে শিক্ষকরা ভাল আছেন।’

শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্কের মানোন্নয়নে শিক্ষার সামগ্রিক মান কতটা ভালো হতে পারে?

ডঃ বাসব চৌধুরীর মতে, ‘শুধু সম্পর্ক দিয়ে হবে না। বাবা মা কি সন্তানদেরকে ভালোবাসেন না? তবু ঘরে ঘরে এত বিবাদ বিসম্বাদ দেখি কেন? সমাজ একটা বৃহৎ ক্ষেত্র — সেখানে নানা টানাপোড়েন চলছে। বাস্তবতার চিত্র বদলাচ্ছে। রুজিরোজগারের সুবিধা কমছে। সমস্যাটা multidimensional — একটা কিছু করে সমস্যার সমাধান হবে না।

সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে। এটা অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল। টিউমার যখন ছোট থাকে, চিকিৎসার পদ্ধতি ও ব্যয় কম জটিল এবং সীমিত থাকে। যখন ক্যান্সার বেড়ে যায়, তখন সমস্যা হাতের বাইরে চলে যায়। ব্যক্তি বা পারিবারিক স্তরে সেই সমস্যাটা বুঝতে পারলে সামাজিক স্তরের অবস্থা বোঝাটা সহজ হবে।’

শিক্ষাবিদ ডঃ কাজল দে বলেন, ‘অনেকটাই। একটা বিষয়কে মনোগ্রাহী করে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। সম্পর্ক ভালো থাকলে ছাত্ররা প্রশ্ন করতে ইতস্তত করে না আর শিক্ষকও সুন্দর করে সহজ করে বুঝিয়ে দিতে আগ্রহী হন। উপরন্তু ছাত্রদের চরিত্র গঠন মূল্যবোধ তৈরি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হন।’

ডঃ বুড়োশিব দাশগুপ্ত বলেন, ‘শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের মানোন্নয়নের উপর শিক্ষার মান সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।’

SBI এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল : sbi.17899@sbi.co.in

ভেহিকেল নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অদিতি সরকার, মোবাইল নং ৯৮৭৪৭১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ১৪.০৯.২০২৬

নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১১.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ /বন্ধক/ চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **১৪.০৯.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিজিৎ সরকার, এ/সি নং : ৪১৯১৯৭৬১৬৪৯। সংরক্ষিত মূল্য হলো ৭,০৬,০০০/- টাকা (জিএসটি সহ)। বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে ৭০,৬০০/- টাকা এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ২,০০০/- টাকা।

গাড়ির বিবরণ মেক এবং মডেল : হুন্ডাই ইন্ডিয়া লিমিটেড হুন্ডাই ভেন্যু এসএক্স আইএমটি, **রেজিস্ট্রেশন নং :** 23BH7711E **ইঞ্জিন নং :** G3LCPM861603, **চ্যাসিস নং :** MALFE81ALPLPM471031, **তৈরির বছর :** ২০২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক **https://www.bankeauction.com** অথবা **support@bankeauction.com** দেখুন।

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পার্ক স্ট্রিট শাখা
৫৭ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬
ইমেইল : parkstreet@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট শাখা**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)**-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩০.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ **শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা, পিতা - রাজেন্দ্র কুমার শর্মা, ২৬৫/বি এমবি রোড, ১ নং রবীন্দ্র নগর, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০ এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা শ্রীমতী পিয়ালী শর্মা, স্বামী - শ্রী বিদেশ কুমার শর্মা, ২৬৫/বি এমবি রোড, ১ নং রবীন্দ্র নগর, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০**-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **১৯,৩০,৭২০.০০/- টাকা (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশো কুড়ি টাকা)** যা **৩০.০৫.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রাপ্তব্য সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিটির সাথে যে কোনো লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট শাখা-এর ১৯,৩০,৭২০.০০/- টাকা (উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশো কুড়ি টাকা) যা ৩০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদির জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।

তফসিল

যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

বন্ধক রাখা সম্পদ : কেএমসি ওয়ার্ড নং - ১২৯-এর অধীনে প্রেমিসেস নং - ৭৩৩, জয়রামপুরজালা রোড এবং এর ডাক নং - ৪১৫/১ গোয়ালা পাড়া রোড, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬০-এ অবস্থিত 'দিপাশা' নামক ভবনের পূর্ব দিকে ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ২ বি চিহ্নিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মার্বেল ফ্লোর সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮১০ বর্গফুট এবং যাতে ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) ডাইনিং কাম কিচেন, ২ (দুটি) টয়লেট, ১ (একটি) ডব্লিউ.সি এবং সাধারণ লিফটের সুবিধা, ইউটিলিটি, সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। **এই সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** শ্রীমতী নলিনী বালা নস্করের সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া গোয়ালা পাড়া রোড দ্বারা; **পূর্বে :** শ্রীমতী শিবানী রায়ের সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিমে :** শ্রীমতী শেফালী দত্ত এবং রেবতী ভূষণ মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Sunita Mondal,** Husband's Name - **Sunil Mondal,** of Vill - Sahebdanga Colony, PO - Fatesingpur, PS - Goaltore, Dist - Paschim Medinipur, Who has been missing since 22.05.2026, at about 11.45 hrs, Residential area under Goaltore PS, Description of this Missing person is: **Age** - 25 Years (Approx), **Height** - 4 Feet 8 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing**- Red Churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120

ICA-D 1331(3)/2026

SBI এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ই-মেইল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ :
নাম : শ্রী অমিত সরকার,
মো : ৯৬৭৪৭১৬১২১, ই-মেইল-sbi.64076@sbi.co.in

বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়যোগ্য যানবাহনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া (পরিশিষ্ট - ১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ১০.০৯.২০২৬

সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ।

প্রাক-দরপত্র ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ : "আগ্রহী দরদাতাগণ ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য হালনাগাদ করার পরেই দরদাতার অ্যাকাউন্টে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা করা হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় আগে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক / মর্টগেজ / চার্জকৃত নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রাপ্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে) বাদ দিয়ে, বকেয়া অর্থ, তার উপর সুদ এবং অন্যান্য খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি আদায়ের উদ্দেশ্যে **১০.০৯.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ক্রম নং	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেক এবং মডেল : Renault India Pvt. Ltd. KWID RXT 1.0,** রেজি. নং : **WB12AY0887** রেজি. তারিখ : **১৫.০৪.২০১৯,** ইঞ্জিন নং : **B4DA404E165200,** চেসিস নং : **MEEBBA007K1644312**। তৈরির বছর : **২০১৯** **মালিকের নাম : শ্রী অয়ন চক্রবর্তী**	০৭.০৯.২০২৬ **সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	**১,৩৫,০০০ টাকা জিএসটি সহ**	ইএমডি **১৩,৫০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : **২০০০ টাকা**
২.	**মেক এবং মডেল : Maruti Suzuki India Ltd. ERTIGASMART HYBRID ZXI+,** রেজি. নং : **WB26BS6890,** রেজি. তারিখ : **২২.০৬.২০২২,** ইঞ্জিন নং : **K15CN9034327,** চেসিস নং : **MA3BNC72SNE487816**। তৈরির বছর : ২০২২ **মালিকের নাম : শ্রী বিভাস দাস**	০৭.০৯.২০২৬ **সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	**৬,৫১,০০০ টাকা জিএসটি সহ**	ইএমডি **৬৫,১০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : **৫০০০ টাকা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.baanknet.com** এই লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬
স্থান : ব্যারাকপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মননের আলো

সংকলনে স্বপন কুমার মণ্ডল

প্রশংসা করা মানে বাড়িয়ে বলা নয়, প্রশস্তি করাও নয়, কিংবা অকারণে গুণগান করে মুগ্ধতা প্রকাশও নয়। যে যা নয়, তাকে তা বললে অপমান করা হয়। যার যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশি বলা মিথ্যাচার।

কোট-আনকোট

এ কথা তো মানতেই হবে যে, মানুষ ভোট দিয়েছেন পোশাকের ভিতরে থাকা মানুষটার পরিবর্তনের জন্য, শুধু পোশাক পরিবর্তনের জন্য নয়।

শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক, বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের সমর্থনে বীরভূমের দুই পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে

মৃণালজিত গোস্বামী

সিউড়ি: বীরভূমে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহের মধ্যেই তৃণমূলের সদস্যদের সমর্থনে জেলার দুই পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল বিজেপি। বুধবার সিউড়ি ১ নম্বর এবং সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে দিনভর রাজনৈতিক চাপানউতোর ছিল। শেষ পর্যন্ত সিউড়ি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপির প্রার্থী রিতা মুন্সী এবং সাঁইথিয়ায় বিজেপির তপু মাঝি বাগদি সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বীরভূমেও একের পর এক স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। জেলার ৫টি পুরসভার মধ্যে ৩টির চেয়ারম্যান এবং অধিকাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় সেখানে বর্তমানে এক্সিকিউটিভ অফিসাররা প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা পরিষদেও তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষরা কিছুদিন আগে সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তবে অনাস্থা ভোটের

আগেই তিনি পদত্যাগ করায় বর্তমানে জেলা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব জেলাশাসক সামলাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের পদত্যাগের ঘটনা সামনে এসেছে। বুধবার তারই ধারাবাহিকতায় সিউড়ি ১ নম্বর ও সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে নতুন সভাপতি নির্বাচন হয়। সিউড়ি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট সদস্য ১৬ জন। সভাপতি-সহ তৃণমূলের দু'জন সদস্য আগেই পদত্যাগ করেছিলেন। এদিন বিজেপির দুই সদস্যের পাশাপাশি তৃণমূলের ১১ জন সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত বিজেপির রিতা মুন্সী সভাপতি নির্বাচিত হন। অর্থাৎ তৃণমূলের সদস্যদের উপস্থিতি ও সমর্থনেই বিজেপির প্রার্থী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে, সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পদত্যাগ করায় বুধবার নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হয়। ৩৩ সদস্যের পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের ২৭ জন এবং বিজেপির তিনজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি পদে অন্য কোনও দলের প্রার্থী না থাকায় বিজেপির তপু মাঝি বাগদিকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের সদস্যদের সমর্থনে বিজেপির প্রার্থীদের সভাপতি হওয়ার ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে দাবি করেছে বিজেপি। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অনাস্থা এনেছিল। সাঁইথিয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সকলেই বিজেপির প্রার্থী তপু মাঝি বাগদিকে সমর্থন করেছেন। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে রং দেখে কাজ হয় না। নির্বাচিত প্রার্থীরাই নিজেদের মতো করে নির্বাচন করেছেন। সিউড়িতেও একই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির প্রার্থীকে তৃণমূলের সদস্যরাই সভাপতি করেছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'মানুষের পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে।' তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের সময় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চায়েত সমিতিই আজ বিজেপির দখলে আসায় দিনটিকে তিনি 'গর্বের দিন' বলে উল্লেখ করেন। দুই পঞ্চায়েত সমিতিতেই নতুন সভাপতি মহিলা হওয়ায় দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস দেখা যায়। নবনির্বাচিত সভাপতিরা জানান, দলমত নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করাই তাঁদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য।

ঝাড়গ্রামে টানা বৃষ্টিতে জলের তলায় হাজার বিঘা কৃষিজমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রকৃতির খামখেয়ালিতে ফের বিপাকে পড়েছেন ঝাড়গ্রামের কৃষকরা। টানা বৃষ্টির জেরে একদিকে বাড়ছে নদী-খালের জলস্তর, অন্যদিকে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। চাষের মরশুমে জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ফসলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন কৃষকরা। গোপীবল্লভপুর, ২ নম্বর ব্লকের কুলিয়ানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পিঠাপুরা আকনা, আগড়বনী, মালিঞ্চা, খড়পড়িয়া, তপসিয়া-সহ একাধিক এলাকায় কাঁথুয়া খালের জলস্তর বেড়ে প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ বিঘা ধান ও সবজি চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। নিম্নচাপের প্রভাবে গত কয়েকদিন ধরে ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে চলছে টানা বৃষ্টি। এর জেরে জেলার বিভিন্ন নদী, খাল ও বিলের জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। গোপীবল্লভপুর,২ নম্বর ব্লকের কাঁথুয়া খালের জলও বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে আশপাশের কৃষিজমিতে। বিস্তীর্ণ জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। স্থানীয় চাষিদের দাবি, এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। চাষবাসের আয় দিয়েই তাঁদের সংসার চলে। অনেকেই ঋণ নিয়ে এবং আত্মীয়-পরিচিতদের কাছ থেকে টাকা ধার করে চাষ করেছেন। এখন জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় সেই বিনিয়োগের টাকা কীভাবে ফেরত আসবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। দীর্ঘদিন জল জমে থাকলে ধান ও সবজির ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁদের। এলাকার চাষি বিষ্ণুপদ মল্লিক ও বাদল মল্লিক বলেন, 'টানা বৃষ্টিতে আমাদের চাষের জমিগুলি জলের তলায় চলে গিয়েছে। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই চাষের উপর নির্ভরশীল। ফসল নষ্ট হলে বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত জমি থেকে জল বের করার ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।' এদিকে, পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমি পরিদর্শন করেন নয়াগ্রাম ৫ মণ্ডল বিজেপির সভাপতি তাপস সুঁই। তিনি বলেন, 'টানা বৃষ্টিতে এলাকার বহু চাষির জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। কৃষকরা যে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সরকারি সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো হবে।'

ফ্ল্যাটের জন্য কাটা মাটিই কাল! ধসে বিপদের মুখে ২টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফ্ল্যাট তৈরির জন্য জমি কাটা হয়েছিল। তারপর কাজ বন্ধ। বছরের পর বছর সেই অবস্থাতেই পড়ে ছিল গভীর কাটা অংশ। আর টানা বৃষ্টিতে সেই কাটা মাটিই এখন কাল হয়ে দাঁড়াল! ধস নেমে প্লটের

পিছনের অংশের মাটি বসে যাওয়ায় বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সংলগ্ন দু'টি বাড়ি। আতঙ্কে ইতিমধ্যেই একটি বাড়ির পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়েছে। আচমকা ঘর ছাড়তে হওয়ায় বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়ির ভিতরেই পড়ে রয়েছে বলে দাবি পরিবারের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন আগে ওই জমিতে ফ্ল্যাট তৈরির উদ্দেশ্যে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাটি কাটার পর আর এগোয়নি নির্মাণকাজ। অভিযোগ, কাটা অংশটি দীর্ঘদিন ধরে কোনওরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই পড়ে ছিল। বর্ষা আসতেই বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন আশপাশের বাসিন্দারা। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাটা জমিতে জল ঢুকে মাটি ক্রমশ আলগা হতে থাকে। এরপরই শুরু হয় ধস। ধীরে ধীরে প্লটের পিছনের দিকের মাটি সরে গিয়ে বসে যেতে থাকে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ে লাগোয়া দু'টি বাড়িতে। আশঙ্কায় পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ ঘর ছাড়তে হওয়ায় বিপাকে পরিবারটি। প্রশ্ন উঠেছে, দীর্ঘদিন ধরে কাটা অবস্থায় পড়ে থাকা ওই জমিতে কেন নেওয়া হয়নি যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা? দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিপজ্জনক অংশ সুরক্ষিত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

জঙ্গলমহলের উন্নয়নে সরকারি পরিবহণের হাল ফেরানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার জঙ্গলমহলের উন্নয়নে বেহাল সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার হাল ফেরানো দরকার। জেলার জঙ্গলমহল এলাকার বাসিন্দাদের এমনই দাবি। তাদের বক্তব্য, গত রবিবার বাঁকুড়ায় পরিবহন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে বেহাল সরকারি পরিবহনের হাল ফেরাতে ৭০০ বাস আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ৭০০ বাসের মধ্যে কয়েকটি জেলার জঙ্গলমহল এলাকায় চালানো দরকার। তাদের বক্তব্য, বিগত সরকারের আমলে অবহেলা ও উপেক্ষায় সরকারি পরিবহন বেহাল হয়ে পড়েছে। এখন জঙ্গলমহল নির্ভর বেসরকারি পরিবহণের ওপর। এতে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে জঙ্গলবাসীদের। এমনকি মহিলাদের নতুন রাজ্য সরকার বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসে যাতায়াতের যে সুবিধা দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন জঙ্গলমহলের মহিলারা। অথচ এই সুযোগ পিছিয়ে থাকা জঙ্গলমহলের মহিলাদের একান্ত প্রয়োজন। বাঁকুড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমনিপুর। সেখানকার হোটেল ও খাবার দোকানের মালিক ও কর্মীদের বক্তব্য, 'এই মুহূর্তে মুকুটমনিপুর যাওয়ার কোনও সরকারি বাস নেই। গত ২০১৭ সালে মুকুটমনিপুর উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে তোলা হলেও সরকারি পরিবহনের উন্নয়ন হয়নি।' পরিবহণের মত আবশ্যিক বিষয়টিই গত ৯-১০ বছরে গুরুত্ব পায়নি। রানিবাঁধের বাবুলাল মারান্ডি, চিত্তরঞ্জন সরেন ও ধেনু শবর জানান, গত ১৫ বছরে জঙ্গলমহলের সরকারি পরিবহন ভেঙে পড়েছে। জেলার জঙ্গলমহল এলাকার এসবিএসটিসি বা সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের রুটগুলি ধুঁকছে। সেগুলি বন্ধ হতে বসেছে। অথচ বলা হয় জঙ্গলমহল হাসছে।

দুর্গাপুর-মুকুটমণিপুর, আসানসোল-রানিবাঁধ, দুর্গাপুর-ঝিলিমিলি ভায়া মলিয়ান, বাঁকুড়া-ঝিলিমিলি ভায়া বারিকূল, বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম ভায়া রানিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম-খাতড়া, ঝাড়গ্রাম-দুর্গাপুর ভায়া বেল পাহাড়ি, রানিবাঁধ, খাতড়া-দিঘা, মানবাজার-খাতড়া, কলকাতা-বান্দোয়ান ভায়া খাতড়া ইত্যাদি এসবিএসটিসি বাসে রুটগুলি সঙ্কটে রয়েছে। পূজার আগে রাজ্য সরকার যে ৭০০ বাস আনার উদ্যোগ নিয়েছে তার কয়েকটি বরাদ্দ করে এই রুটগুলির হাল ফেরানো দরকার। রানিবাঁধ বাজারে তাপসী মাহাতো, সুতপা মাকুড়, সাবিত্রী নন্দী-সহ একাধিক ছাত্রীর বক্তব্য, 'তাদের প্রতিদিন খাতড়া কলেজে যেতে হয়। গত ২০২৪ সালে প্রচুর টাকা খরচ করে রানিবাঁধ ও ঝিলিমিলিতে দুটি সরকারি বাস ডিপো করা হয়েছিল। জঙ্গলমহলবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত এসবিএসটিসি বাস চালু করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি বাসও এই ডিপোতে ঢোকেনি। কোনও সরকারি বাস বিগত সরকার এই ডিপোগুলি থেকে চালু করেনি। রানিবাঁধ বাজার হয়ে সকাল ৬টা একটি মাত্র সরকারি বাস চলে এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসে। এতে পড়ুয়া, রোগী, অফিস ও আদালত যাত্রীদের কোন সুবিধা হয় না।' তাই তাদের আশা রাজ্য সরকার জঙ্গলমহলবাসীর কথা ভেবে পরিবহনের হাল ফেরাতে উদ্যোগী হবেন। পূজার আগে যে ৭০০ বাস আনতে চলেছে রাজ্য সরকার তার কয়েকটি জঙ্গলমহলের জন্য বরাদ্দ করা দরকার।

প্রায় ৯৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নিম্নচাপের প্রভাবে দামোদর উচ্চ উপত্যকা এবং বরাকর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিগত দু'দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যাম থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ানো হচ্ছে। ডিভিসি সূত্র অনুযায়ী, মাইথন ড্যাম থেকে ইতিমধ্যে ৪৫০০০ কেউসেক এবং পাঞ্চেত ড্যাম থেকে ৫৪ হাজার ১০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটি ড্যাম মিলিয়ে মোট জল ছাড়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ১০০ কিউসেক। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়লে জলাধারগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে, ফলে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সামঞ্জস্য বজায় করে জল ছাড়া হবে। দামোদর অববাহিকার নিম্নাঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উদয়নারায়ণপুরে বাঁধ পরিদর্শনে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উদয়নারায়ণপুরে দামোদরের জলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বুধবার উদয়নারায়ণপুরের ডিহিভুরসুট এলাকায় ধরে বাঁধ বরাবর পরিদর্শন করেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম ঘোষ, উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়ও। এদিন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পাশাপাশি সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যেমন নেওয়া হয়েছে তেমনি পুরো পরিস্থিতির উপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখা হচ্ছে বলে ও জানিয়েছেন মহকুমা শাসক।

হকিতে রাজ্যের সেরা মশানঝাড় আদিবাসী হাই স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৭০তম রাজ্য স্কুল গেমসের কলকাতায় সাই এর মাঠে হকি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল। অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা হকি নেহরু কাপ এর ফাইনালে বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকের মশানঝাড় আদিবাসী হাই স্কুল বনাম বারুইপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর মধ্যে হয়। মশানঝাড় ৪-১ গোলে বারুইপুরকে পরাজিত করে মহিলা হকি চ্যাম্পিয়ন হয় ও নেহরু কাপ ট্রফি লাভ করে। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হয় মশানঝাড় আদিবাসী স্কুলের আশা সরেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁদের শিক্ষক তথা প্রশিক্ষক সন্দীপ মন্ডল এর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম। এই সাফল্যে মশানঝাড় আদিবাসী হাই স্কুলের ছাত্রীদের জেলার ক্রীড়া মহল অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে দিল্লিতে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র পেল।

পানাগড়ে ফেলা হল পচা মুরগির মাংস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে একের পর এক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে বাসি-পচা খাবার বিক্রির অভিযোগ ওঠায় কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। পচা খাবার খেয়ে সাধারণ মানুষের অসুস্থ হয়েপড়ার একাধিক ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের নির্দেশ মেলা মাত্রই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। ছাড় পাচ্ছে না রাস্তার ধারের ছোট খাবারের ঠেলা গাড়িও। সেই ধারাবাহিকতায় বুধবার সকাল থেকেই পানাগড় বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে এক যৌথ অভিযানে নামে ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিনের এই অভিযানে ফুড সেফটি অফিসারদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন পানাগড় বাজারের একাধিক বড় মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বিরিয়ানির কাউন্টারগুলিতে হঠাৎ হানা দেয় প্রতিনিধি দলটি। রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, ব্যবহৃত তেল ও মশলার মান এবং সংরক্ষিত খাবারের স্থায়িত্ব খতিয়ে দেখা হয়। বেশ কিছু দোকানে রাখা পচা খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরির প্রমাণ মিলতেই কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে দোকানদারদের। খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আধিকারিকরা জানান, জনস্বাস্থ্যের সাথে কোনো রকম আপস করা হবে না। এদিন এই অভিযানে বেশ কয়েকটি বিরিয়ানির দোকান থেকে পচা ও বাসী মুরগির মাংস, অস্বাস্থ্যকর খাবারের রং, মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা,সস ও অন্যান্য সামগ্রী ফেলা হয়।

গলসিতে বাম সংগঠনগুলির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: বেকারের স্থায়ী কাজ, গ্রামে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া চালু, সমস্ত মহিলাকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মাসিক ৩ হাজার টাকা প্রদান এবং শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধের দাবিতে সরব হলো বামপন্থী যুব, ছাত্র ও নারী সংগঠনগুলি। বুধবার ডিওয়াইএফআই, এসএফআই এবং এআইডিডব্লিউএ-র গলসি ২ আঞ্চলিক কমিটির আহ্বানে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে শতাধিক কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। এদিন গলসির রাজপথে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। প্রবল বর্ষণের মধ্য দিয়েই মিছিলটি গলসি ২ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) অফিসে গিয়ে পৌঁছায়। এরপর বিডিও অফিসের সামনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা সমিতির জেলা সভানেত্রী মনিমালা দাস। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি চন্দন সোম, মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সুর্পণ্যা ব্যানার্জী এবং যুব নেতা মনসিজ হোসেন শাসকদল ও প্রশাসনের নীতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, এলাকায় যুবকদের কাজ নেই, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ চরম সংকটে। পাশাপাশি সমস্ত মহিলাকে ভাতা প্রদান এবং শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের উপদ্রব বন্ধ করে কম খরচে পড়াশোনার সুযোগ সুনিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। এদিনের সভা শেষে উপস্থিত মহিলারা তাঁদের অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদনপত্র বিডিও-র কাছে জমা দেন। দাবিসমূহ স্মারকলিপি তুলে দিতে পুষ্প দে, রাজীব সাম, শেখ সানিয়া ও মাখন আকুরের নেতৃত্বে ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল বিডিও-র সাথে সাক্ষাত করে। বামেদের এই কর্মসূচিকে ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা বিডিও চত্বরে ছিল পুলিশের কড়া নজরদারি।

বাঁকুড়ায় ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে বইছে শালীর জল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাঙা সেতু, তার ওপর দিয়ে বইছে শালী নদীর জল। একদিকে প্রাণের ঝুঁকি, অন্যদিকে যাতায়াতের তাগিদ। এই দুইয়ের মাঝে প্রতিদিনের লড়াই সোনামুখীর বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের। এবার সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সাক্ষী হলেন স্কুল পড়ুয়ারাও। স্কুল চলাকালীন নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় স্কুলের পঠন-পাঠনের মাঝ পথেই ভাঙা সেতুর ওপর জমে থাকা কোমরজল পার করে পড়ুয়াদের নিরাপদে ওপারে পৌঁছে দিল পুলিশ প্রশাসন। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের শালী নদীর ওপর বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হয়েছিল সতিঘাটের কংক্রিট সেতু। অভিযোগ, ২০২২ সালের বন্যায় সেতুর মাঝের অংশ বসে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় চার বছর। অথচ সেই ভাঙা সেতুর ওপর দিয়েই এখনও যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাঙা সেতু মেরামতির জন্য বারবার প্রশাসন ও সরকারের কাছে আবেদন জানানো হলেও আজও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এর মধ্যেই গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে শালী নদী। নদীর জল

উঠে এসেছে ভাঙা সেতুর ওপর। ফলে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে একমাত্র যোগাযোগের পথ। আর এই পরিস্থিতিতেই বিপাকে পড়ে রামপুরের বিদ্যালয়ে আসা পড়ুয়ারা। স্কুল চলাকালীনই হঠাৎ করেই নদীর জল বাড়তে থাকে যে কারণেই তাদের বাড়ি ফিরতেই পার হতে হয় সেই ভাঙা সেতু। কোমরসমান জলের স্রোতের মধ্যে পড়ুয়াদের বিপজ্জনকভাবে পারাপার করতে দেখে এগিয়ে আসে পুলিশ। পড়ুয়াদের একে একে জল পার করে নিরাপদে ওপারে পৌঁছে দেন পুলিশকর্মীরা। শুধু পড়ুয়াই নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই এই সেতু পার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কেউ মাথায় সাইকেল তুলে, কেউ আবার জল ঠেলে পার করছেন ভাঙা সেতু। সামান্য অসাবধানতাই ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ। তবে প্রশাসনের স্থায়ী মেরামতির অপেক্ষায় না থেকে এবার ভাঙা সেতুটিকেই কোনওরকমে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেতুর ওপর জমে থাকা জঞ্জাল, আবর্জনা সরাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমেছেন তাঁরা। তাঁদের আশঙ্কা, নতুন সেতু তৈরি তো দূরের কথা, যেটুকু ভাঙা সেতু রয়েছে সেটুকুও যদি জলের চাপে ভেঙে যায়, তাহলে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ। প্রশ্ন উঠছে, চার বছর ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলে থাকা এই সেতু কি আরও কোনও বড় দুর্ঘটনার অপেক্ষায়? প্রতিদিন যেখানে শত শত মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করছেন, সেখানে কবে হবে স্থায়ী সমাধান? কবে তৈরি হবে নতুন সেতু? উত্তর খুঁজছেন শালী নদীর দুই পাড়ের হাজার হাজার মানুষ। আপাতত ভাঙা সেতু, তার ওপর নদীর জল, আর সেই জল ঠেলে চলাচল, এই ছবিই যেন সরকারি উদাসীনতার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে রাজ্যে মালা বদল হয়েছে এলাকার মানুষ মনে করছেন বর্তমান রাজ্য সরকার হয়তো এই সমস্যার সমাধান করবেন এমনটাই আশাবাদী এলাকার মানুষজন।

বেঙ্গালুরুতে উদ্ধার ৩১ জন বাংলাদেশির ঠাঁই মালদার হোল্ডিং সেন্টারে, দ্রুত পুশব্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালুরু পুলিশ বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া ৩১ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের পর মালদায় নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেঙ্গালুরু গোহাটিগামী দূরপাল্লার একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের করেই ওইসব বাংলাদেশিদের আনার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ধৃত ৩১ জন বাংলাদেশিকে রাতেই ইংরেজবাজারের একটি হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে প্রশাসন ও বিএসএফের হস্তক্ষেপে এইসব বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করার কথাও পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৩১ জন বাংলাদেশিদের মধ্যে ১১ জন মহিলা রয়েছে, তিনজন শিশু এবং ১৭ জন পুরুষ রয়েছে। ধৃতরা কেউ আট মাস, কেউ আবার এক বছর আগেই মালদার কোনও একটি খোলা সীমান্ত দিয়েই দালাল চক্রের মাধ্যমে ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এরপর মোটা টাকার বিনিময়ে সেই সব দালাল চক্রের হাত ধরেই মালদা টাউন স্টেশন থেকে ট্রেনে করেই এইসব বাংলাদেশিরা পৃথকভাবেই বেঙ্গালুরুতে কাজের জন্য পৌঁছে যায়। বেঙ্গালুরু-সহ কয়েকটি থানা এলাকায় এইসব বাংলাদেশিরা কেউ কেউ হোটেল, কেউ রেস্তোরাঁয় কাজ করতো। আবার কেউ বড়লোকদের বাড়িতে পরিচারিকা অথবা কেয়ারটেকারের কাজেও যুক্ত ছিল। কিন্তু পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ধরেই এদের সন্ধান পায় এবং পৃথকভাবে একের পর এক অভিযান চালিয়েই এতগুলো বাংলাদেশিকেই গ্রেপ্তার করে। ব্যাঙ্গালুরুর এক পুলিশকর্তা কে. আনাপ্পা জানিয়েছেন, ওই রাজ্যের কোরামঙ্গলা, জয়ানগর, মালেশ্বরম, শিবদাপুর এবং রাজানগর থানা এলাকাতে বিভিন্নভাবে সূত্র ধরেই অভিযান চালায় পুলিশ। এরপরই বিভিন্ন থানার পুলিশের হাতেই পরপর ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিক ধরা পড়ে। এদের বাড়ি রাজশাহী এবং যশোর এলাকায়। এরা কেউ আত্মীয় আবার কেউ বাংলাদেশের একে অপরের পাড়া প্রতিবেশী। দীর্ঘদিন ধরেই বেঙ্গালুরুতে এরা ছদ্মনামে আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকি কেউ কেউ আবার নকল আধার কার্ডও তৈরি করে ফেলে বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের যশোর এলাকার বাসিন্দা মধ্য বয়স্ক দুই বাংলাদেশির বক্তব্য, হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে তারা আর ওই দেশে রোজগার করতে পারছেন না। একসময় তারা সেখানে হোটেলে কাজ করতেন। কাজ হারিয়ে যাওয়ার পর অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছিল এরপর তারা কিছু টাকা ধার দেনা করেই দালাল চক্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতীয় অনুপ্রবেশ করে। এখানে এসে তারা ভালই রোজগার করছিল বলে দাবি করে জানিয়েছেন। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই এইসব বাংলাদেশিদের সীমান্তের ওপারে পুশব্যাক করা হবে।

কাটোয়ায় প্রশাসনের যৌথ অভিযান

নিয়মভঙ্গে বাজেয়াপ্ত, সতর্কতা ও জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের বেআইনি ব্যবহার থেকে শুরু করে মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার বিক্রি, কাটোয়া শহরের বিভিন্ন দোকানে একাধিক অনিয়মের বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থান নিল প্রশাসন। সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্যের নির্দেশে ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট এবং কাটোয়া পুরসভার যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিশেষ নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই ঝটিকা অভিযান বুধবার সকালেও কাটোয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় জারি ছিল। বিরিয়ানির দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট, মুদি দোকান থেকে শুরু করে সবজি বাজার ধাপে ধাপে সর্বত্র পৌঁছায় প্রশাসনের যৌথ দল। তল্লাশি চালিয়ে খতিয়ে দেখা হয় বাণিজ্যিক কাজে কোনও ধরনের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহৃত হচ্ছে, খাদ্যসামগ্রী সঠিক নিয়মে সংরক্ষিত রয়েছে কি না, কিচেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বিক্রির জন্য রাখা পণ্যগুলির মেয়াদের তারিখ।

অভিযান চলাকালীন একাধিক দোকানে বেআইনিভাবে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ লক্ষ্য করেন আধিকারিকরা। এ ছাড়া বেশ কিছু দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণ মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার ও সামগ্রী। নিয়মভঙ্গের অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি জরিমানা আদায় করা হয়েছে। কাটোয়ার মহকুমা শাসক রীনা ঘোষ স্পষ্টভাবে জানান, 'এই অভিযান কোনও নির্দিষ্ট দোকানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামী দিনেও শহরের সবজি বাজার, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট ও মুদি দোকানে ধারাবাহিক তল্লাশি চালানো হবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো আপস করা হবে না।'

দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে হাঁটুসমান বন্যার জল পাড় করলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট।

নাটকীয় পদত্যাগের পর প্রত্যাহার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: পদত্যাগের ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিজের সিদ্ধান্ত বদল করলেন মঙ্গলকোটের ঝিলু ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র বিজেপি সদস্য অরূপ দে। মঙ্গলবার লিখিতভাবে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর, বুধবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেন তিনি। এক দিনের ব্যবধানে তাঁর এই সিদ্ধান্তে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা ও জল্পনা শুরু হয়েছে মঙ্গলকোট জুড়ে। দলীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে দলের কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে কটু ব্যবহার ও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গত কাল পঞ্চায়েত সদস্য পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অরূপ দে। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই তৎপর হয়ে ওঠে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব।

বুধবার বিডিও অফিসে এসে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের পর অরূপ দে জানান, 'মঙ্গলবার রাত থেকেই দলের কর্মীরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বিশেষ করে আমাদের মণ্ডল সভাপতি মন্দিরা চট্টরাজ আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে আমার সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে। তাঁর সেই আশ্বাসেই আমি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

অন্যদিকে, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি মন্দিরা চট্টরাজ জানান, 'আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্ত বিষয় মিটে গেছে এবং সমস্যা সমাধান হয়েছে।' তৃণমূলের আমলে কঠিন লড়াই করে জয়ী হওয়া বিজেপির একমাত্র পঞ্চায়েত সদস্যের পদত্যাগ ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার পুরো ঘটনাকে ঘিরে চরম অস্বস্তি এড়াতে পেরেছে বিজেপি। তবে ক্ষোভের জল কতটা থিতাল, তা নিয়ে এখনও জল্পনা কাটেনি রাজনৈতিক মহলে।

শুরু হল ৭ দিনব্যাপী গান্ধি শিল্প বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বাগনান জনকল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হস্তশিল্প)-এর সহযোগিতায় ব্যাঁটরা ইয়ং এথলেটিক ক্লাবের প্রাঙ্গণে ৭ দিনব্যাপী গান্ধী শিল্প বাজার (জেলা স্তর)-এর আজ শুভ উদ্বোধন করলেন হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট সার্ভিস সেন্টারের রিজিওনাল ডাইরেক্টর সন্দিপ কুমার। এছাড়াও এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট) সুদর্শন দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. অনির্বাণ সামন্ত ও ব্যাঁটরা ইয়ং এথলেটিক ক্লাবের কর্মকর্তাগণ। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বাগনান জনকল্যাণ সমিতির কর্নধার হিমাংশু রায় ও মেলা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ প্রামাণিক। উক্ত সভায় গান্ধী শিল্প বাজারের উদ্দেশ্য ও বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন অতিথিবৃন্দরা তদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এই মেলায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪০ জন হস্তশিল্পীরা তাদের হাতের তৈরী সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রিজিওনাল ডাইরেক্টর সন্দিপ কুমার-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দগণ। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খাবারে নিষিদ্ধ রং ও ভেজাল রুখতে বিরিয়ানির দোকানে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: উৎসবের মরশুমের মুখে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কালনায় খাবারের মান ও স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখতে বিশেষ অভিযানে নামল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। শহরের একাধিক বিরিয়ানির দোকান ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানে এই ঝটিকা তল্লাশি চালানো হয়। খাবারের গুণগত মান বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য ব্যবসায়ীদের কড়া বার্তা দিয়েছেন আধিকারিকরা।

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচেতনতা ও নজরদারি অভিযানের অংশ হিসেবে কালনা শহরে এই পরিদর্শন চালানো হয়। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল শহরের বিরিয়ানির দোকানগুলি। সেখানে ব্যবহৃত মশলাপাতি, তেল এবং অন্যান্য যাবতীয় উপকরণের গুণমান খতিয়ে দেখেন পরিদর্শকরা। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা স্পষ্ট নির্দেশ দেন, রান্নায় কোনওভাবেই ক্ষতিকারক কৃত্রিম রং ব্যবহার করা যাবে না এবং সর্বদা ব্র্যান্ডেড ও প্যাকেটজাত মশলাপাতি ব্যবহার করতে হবে। একই সঙ্গে রান্নার জায়গা বা কিচেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়। এদিনের তল্লাশিতে গুরুতর কোনও অস্বাস্থ্যকর ভেজাল ধরা না পড়লেও, মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলা কিছু ঠাণ্ডা পানীয় সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগামী ১৫ দিন পর ফের এমন আকস্মিক পরিদর্শন চালানো হবে। সেই সময় নিয়ম না মানলে নেওয়া হবে কড়া আইনি পদক্ষেপ।

বারাবনিতে লাগাতার বৃষ্টিতে ধসে গেল রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নিম্নচাপের জেরে প্রবল বর্ষণে আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা এলাকায় ধসেরকবলে পড়ল পাকা রাস্তা। ভানোড়া থেকে নুনী মোড় যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি মদনমোহনপুর গ্রামের কাছে হঠাৎই মারাত্মকভাবে ধসে যায়। প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ফুট এলাকা জুড়ে রাস্তার এক বিশাল অংশ ধসে গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এই ব্যস্ততম রাস্তার সব ধরণের যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। দুর্ঘটনা এড়াতে ধসে যাওয়া এলাকাটি সাময়িকভাবে ঘিরে ফেলা হয়। সুরক্ষার স্বার্থে পুলিশ মোতায়েন করা হয় ও ধসকবলিত

রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র অধীনে নির্মিত এই রাস্তাটি তৈরি করেছিল তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত। কিন্তু মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টিতে রাস্তার একাংশ পাতাল প্রবেশ করায় ক্ষোভ উগ্রে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তা তৈরি সময় কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বিজেপি নেতা সুজিত মণ্ডল বলেন, 'ধসে যাওয়া এই রাস্তার বিকল্প কি করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

ধানাড়া গ্রামে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে মঙ্গলবার গভীর রাতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধানাড়া গ্রামে একটি মাটির বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়াল। তবে বাড়ি ভেঙে পড়ছে তা আগে থেকে জানতে পেরে যাওয়ার ফলে বাড়ির সকলেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ফলে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল পরিবারটি। বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ওই বাড়ির মালিক দশরথ মাহাত ও তার বয়স্ক মা প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে ঘুমিয়েছিল তাঁরা। হঠাৎ গভীর রাতে বাড়ি ভেঙে পড়ছে বুঝতে পেরে তারা দ্রুত বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বাড়িটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তারা সকলেই প্রাণে বেঁচে যায়। তবে ওই বাড়ির মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুই চাপা পড়ে যায়। সরকারের কাছে তাদের কাতর আবেদন সরকারি আবাস প্রকল্পে তাদের যেন বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এদিকে ঘটনার পরেই মঙ্গলবার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ওই বাড়িতে গিয়ে তাদের ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই পরিবারটি যাতে সরকারি আবাস প্রকল্পে দ্রুত বাড়ি তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

জলমগ্ন বোলপুর, রাস্তা যেন নদী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: মঙ্গলবার রাত থেকে টানা ও মুষলধারায় বৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী শহর বোলপুর। শহরের একাধিক ওয়ার্ডের বড় অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গভীর যে, বহু রাস্তাঘাট প্রায় নদীর রূপ নিয়েছে এবং অগণিত সাধারণ মানুষের ঘরে জল ঢুকে গিয়েছে। এর ফলে কার্যত চরম জল যন্ত্রণার মুখোমুখি বোলপুরবাসী, গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। মঙ্গলবার রাত থেকেই বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগাতার বৃষ্টি শুরু হয়। তাতেই জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর বোলপুরের পুরসভা এলাকায় জল জমতে শুরু করে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা উদয়নপল্লী, কাশিপুর ও সুরুলের মতো এলাকাগুলির। জানা গেছে, পুরসভার প্রায় ১০ থেকে ১২টি ওয়ার্ড বর্তমানে জলমগ্ন। বাড়ির উঠোন ও ঘরের ভেতরে হাঁটু জল জমে যাওয়ায় দৈনন্দিন স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রান্নাঘর ও শোওয়ার ঘরে জল ঢুকে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। রাস্তায় জল জমে থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বিপর্যস্ত মানুষের কাছে দ্রুত সাহায্য পৌঁছাতে পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হল ১ লক্ষ কিউসেকের উপর জল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ফের বাড়ছে দামোদর নদে জলস্তর। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। সেই জল এসে পৌঁছাচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজে। বুধবার দুপুর ১টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়লে ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণও বাড়ানো হতে পারে।

জল ছাড়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়লে নিম্ন দামোদর এলাকার বিভিন্ন অংশে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে সম্ভাব্য প্লাবন পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সেচ দপ্তর।

বিপুল বেআইনি কয়লা-সহ ধৃত ঝাড়খণ্ডের চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি কয়লাসহ একটি লরি আটক করল কাঁকসা থানার পুলিশ। ঘটনায় লরির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সোয়েব আক্তার। তিনি ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাঁকসার বিরুডিহার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতাগামী

লেনে একটি সন্দেহভাজন লরি আটক করেন কাঁকসা থানার পুলিশকর্মীরা। লরিটি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতেই তার ভিতর থেকে কয়লা উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশ চালকের কাছে কয়লা পরিবহণের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে, তিনি কোনো উপযুক্ত নথি দেখাতে পারেননি। নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় চালক সোয়েব আক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়লাবোঝাই লরিটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত চালককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন নাকচ করে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই কয়লা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, তার উৎস ও নেপথ্যে থাকা চক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

বর্ষায় বন্যার আতঙ্কের মাঝে ভরসা 'অর্জুন বাহিনী'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যা মোকাবিলায় নতুন আশার আলো 'অর্জুন বাহিনী'। খুশি খানাকুলের মানুষ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের নতুন উদ্যোগ 'অর্জুন বাহিনী' গঠনের ঘোষণায় আশার আলো দেখছেন বন্যাপ্রবণ খানাকুলের মানুষ। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিশেষ দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সূচনা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০০ সদস্য নিয়ে তৈরি এই বাহিনীর মূল লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা পরিকাঠামোগত বিপর্যয়ের সময় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ-সহায়তায় গতি আনা। নেপালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের বন্যা প্রবন খানাকুলের মানুষও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে অর্জুন বাহিনী গঠিত হওয়ায় খুশি ওই এলাকার মানুষ। প্রতিবছর বর্ষা এলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। নদী-নালা ও খালবিল ঘেরা এই অঞ্চলের বহু মানুষকে বন্যার সময় দীর্ঘদিন জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়। কোথাও বাড়িতে জল ঢোকে, কোথাও আবার রাস্তা-ঘাট ডুবে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বন্যার পাশাপাশি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, বাঁধের সমস্যা, প্রবল বর্ষণ কিংবা ঝড়-বৃষ্টির সময় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। ফলে বিপর্যয়ের সময় দ্রুত উদ্ধারকারী দল পৌঁছনোর বিষয়টি খানাকুলের মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্য সরকারের দাবি, 'অর্জুন বাহিনী'কে আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও দক্ষ করে তোলা হবে। প্রতিকূল ও বিপদসংকুল এলাকায় দ্রুত পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালানো, বিপদে আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য প্রশাসনিক ও উদ্ধারকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করাই হবে এই বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভবিষ্যতে বাহিনীকে আরও সম্প্রসারিত করে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামে সাজানোর পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে।

'অর্জুন বাহিনী' নিয়ে খানাকুলের বাসিন্দাদের মধ্যে তাই যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, বন্যার সময় উদ্ধারকাজে সামান্য দেরিও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে রাতের দিকে জল বাড়লে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রশাসনের কাছে দ্রুত পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়ে। সেই জায়গায় প্রশিক্ষিত একটি বিশেষ বাহিনী থাকলে বিপর্যয়ের সময়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। খানাকুলের বাসিন্দা রমেশ দলুই বলেন, 'বন্যার সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় দ্রুত উদ্ধার পাওয়া নিয়ে। কোথাও রাস্তা ডুবে যায়, কোথাও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনী দ্রুত এলাকায় পৌঁছতে পারলে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে।' সবমিলিয়ে প্রতি বর্ষায় বন্যার আশঙ্কায় থাকা খানাকুলের মানুষের কাছে 'অর্জুন বাহিনী' এখন শুধু একটি নতুন সরকারি উদ্যোগ নয়, বরং বিপদের সময়ে দ্রুত সাহায্য পাওয়ার একটি সম্ভাব্য নতুন ভরসা।

সিকাটিয়া জলাধার থেকে ছাড়া জলে ফুঁসছে অজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে লাগাতার প্রবল বর্ষণের জেরে ভয়াল রূপ ধারণ করেছে অজয় নদ। উজান থেকে আসা জলের চাপে ঝাড়খণ্ডের সিকাটিয়া জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছে। যার ফলে কাঁকসার বিদবিহার সংলগ্ন অজয় নদে হু-হু করে জলস্তর বেড়ে চলেছে। বর্তমানে নদটি কার্যত বিপদসীমার ওপর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, নদ পারাপারের জন্য কাঁকসা ও বীরভূমের সংযোগস্থলে আধুনিক পাকা সেতু নির্মাণ হওয়ার ফলে আপাতত সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। তবে জল যেভাবে দ্রুত বাড়ছে, তাতে নদের তীরবর্তী নিচু গ্রামগুলিতে প্লাবনের জোরালো আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অজয় নদের তীরবর্তী গ্রামগুলিতে ইতিমধ্যেই বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নদের কাছাকাছি যেতে নিষেধ করা হয়। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সমস্ত পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং যেকোনো আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক সময় অজয় নদীর উপর দিয়েছিল অস্থায়ী সেতু, সেই সেতু দিয়ে পারাপার করতে হতো দুই জেলার মানুষকে। প্রতিবছর বর্ষার সময় সেই অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার কারণে দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। তবে বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে দুই জেলার মাঝে অবস্থিত অজয় নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার ফলে ২ জেলার মধ্যে যেমন ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছে তেমন যোগাযোগ আরো উন্নত হয়েছে। তাই এ বছর বর্ষার সময় অজয় নদীর জল বাড়লেও এই বিষয়ে কোনও চিন্তা নেই দুই জেলার মানুষের। তবে অজয় নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলি বর্ষার সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এখন প্রশাসন সেই বিষয়ে নজর রেখেছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/230/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from RKM College Building to Ukhila Baitul Masjid via Ukhila Jamme Masjid and Sana's Pond at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 41,03,401.00
WBMAD/ULB/RSM/231/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from Pubali Garden Playground to Tarun Sangha Club at Ward No.-31, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.37,93,036.00
WBMAD/ULB/RSM/232/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Bituminous Road from Das Para Road to Bijli Doloi's House via Sandip Mukharjee's House at Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.13,40,777.00
WBMAD/ULB/RSM/233/26-27 Dated 02.09.2026	Repairing of Narkel Bagan Bituminous Road from Narkel Bagan Autostand to Kalar Pukur at Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.12,40,985.00
WBMAD/ULB/RSM/234/26-27 Dated 02.09.2026	Reparing of Bituminous road at Sreepur Bagherghole Bonhoogly Battala to New Optic House,in ward No.-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.44,19,513.00

Bid Submission end date: **19.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

ইন্টেলেক্ট ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড

২৩২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০০৬
CIN : U51909WB1994PTC062889
ইমেল- adalmia12345@gmail.com, যোগাযোগ : ৯৮৩১১৮৮৮৫৩

পাবলিক নোটিশ

প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডিং স্থানান্তর / ইন্টেলেকট ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিজ - অ্যাকুইজিশন অফ শেয়ারহোল্ডিং অর কন্ট্রোল) ডিরেকশনস, ২০২৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে এবং এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন এবং শর্ত পূরণের সাপেক্ষে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের ১৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের রেফারেন্স নম্বর KOL.DOR.NO.S939/01-01-001/2026-27 সম্বলিত পত্রের মাধ্যমে ইন্টেলেকট ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর শেয়ারহোল্ডিং/নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের জন্য পূর্বানুমোদন দিয়েছে, যা কোম্পানি একই দিনে গ্রহণ করেছে।

শ্রী অমিত ডালমিয়া এবং আমাইরা ডিলার্স এলএলপি (প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারীগণ) ২৩২, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০০৬-এ নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত ইন্টেলেক্ট ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিশোধিত ইকুইটি মূলধনের ৭০.৩৩ শতাংশ অধিগ্রহণ করবেন, যার ফলে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তিত হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো একক গ্রুপের অধীনে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করা এবং কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করা।

উক্ত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে অধিগ্রহণকারী, হস্তান্তরকারী বা কোম্পানিকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং/বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ রেগুলেশন, ৫ম ফ্লোর, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলিফোন : +৯১-৩৩-২২৩১ ০২০০/২২৩১ ০২০১/২২৩১ ০২০২-এ জানাতে পারেন।

অধিগ্রহণকারীগণ এবং কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত

ইন্টেলেক্ট ফিনকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে স্বা/- **জয় প্রকাশ ডালমিয়া** **ডিরেক্টর**	**প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারীগণের পক্ষে** স্বা/- **শ্রী অমিত ডালমিয়া (নিজ এবং আমাইরা ডিলার্স এলএলপি-এর পক্ষে)**

তারিখ :০১.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/140/26-27 Dated 31.08.2026	Estimate for Reparing of WBM road from Ajit Ghosh to Joydev Ghosh at Langalpara in Ward No. 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.9,87,499.00
WBMAD/ULB/RSM/155/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Rathin Sriti Sangha to Yubak Mahal Club at Nowapara in Ward No. 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,66,964.00
WBMAD/ULB/RSM/173/26-27 Dated 31.08.2026	Earth Road Reparing from Rixa Stand to Arabinda pally in Ward no...06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,52,395.00
WBMAD/ULB/RSM/181/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Bituminous Road from Welkin to Canal Side Road at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.8,35,877.00
WBMAD/ULB/RSM/185/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Bituminous Road beside Debasis Banerjee's House at Ward No.-28, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,31,376.00
WBMAD/ULB/RSM/195/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Earth Road from Park 84 in Ward No. 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.8,80,072.00
WBMAD/ULB/RSM/203/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Earth Road near H/O Arun kumar Giri and Near H/O Dulal Halder in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.8,21,387.00
WBMAD/ULB/RSM/208/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Concrete Road Near H/O Haripada Halder, H/O Nemai Mandal, H/O Bijoy Naskar and H/O Dudhkumar Paramanik at Manasha Tala in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.7,43,156.00
WBMAD/ULB/RSM/211/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Concrete Road at Narendrapur Station Infront of Partha Da House in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.5,19,779.00
WBMAD/ULB/RSM/217/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Concrete Road from Narendrapur Station to Tarabagan Main Road in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,09,989.00
WBMAD/ULB/RSM/227/26-27 Dated 31.08.2026	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Pradip Mondal to Rezina Mondal (Kathmill Udayan Pally) in Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,19,213.00

Bid Submission end date: **10.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/228/26-27 Dated 01.09.2026	Construction of C. C. Road & Drain from Maa Kali Stores To H/O Shriji Shaw at Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,81,631.00

Bid Submission end date: **19.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/213/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Earthen Road from Kadarat Dakshin para sajal & Mayukh er barir paser goli in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,91,170.00
WBMAD/ULB/RSM/215/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Concrete Road at Narendrapur Vivekananda Nagar Sec-iv Near Ganesh Pal Gas Delivery Boy Road in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,66,333.00
WBMAD/ULB/RSM/222/26-27 Dated 31.08.2026	Upgradation of C. C. Road Dutta House to Mukherjee House near Bakul Math in Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,92,015.00

Bid Submission end date: **10.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেড

CIN : L51909WB1981PLC034409
রেজি. অফিস : ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি বোস রোড, ৭ম ফ্লোর, স্যুট নং ৭০১, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট : www.spsgroup.co.in, ইমেল : compliance@shakambharigroup.in, ফোন : ০৩৩-৬৬২৫ ৫২৫২

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, ৭ম ফ্লোর, স্যুট নং ৭০১, কলকাতা-৭০০০১৭-এ অনুষ্ঠিত হবে, যাতে উক্ত এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির প্রেরণ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে সম্পন্ন হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপোজিটরিগুলির কাছে (প্রযোজ্য হিসেবে) নিবন্ধিত রয়েছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং ধরণ সম্বলিত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বার্ষিক প্রতিবেদন, উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spsgroup.co.in-এ এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট/পোর্টালে উপলব্ধ রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলি ব্যতীত সমস্ত কার্যদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানি এজিএম-এ ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। এজিএম-এ উপস্থিত যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন। যে সদস্যদের নাম শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ("কাট-অফ তারিখ") অনুযায়ী কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে থাকবে, তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম-এ ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যিনি কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনো রেজোলিউশনে তার ভোট দিলে, পরবর্তীতে তাকে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া রয়েছে। সদস্যরা এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালও দেখতে পারেন অথবা এনএসডিএল ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে evoting@nsdl.co.in-এ অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ / ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ টোল-ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এজিএম-এর ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি)-এ জমা দেওয়া হবে। স্ক্রুটিনাইজার্স রিপোর্ট সহ ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spsgroup.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ করা হবে।

এসপিএস স্টিলস রোলিং মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
দীপক কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৬৪৬১৫৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৬

সোটেফিন ভারত লিমিটেড

CIN : U29221WB2012PLC175825
রেজি. অফিস : ৭২/বি, বড়খোলা কালিকাপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯৯
ইমেল : info@sotefinbharat.com | ওয়েবসাইট : www.sotefinbharat.com | ফোন : +৯১-৭০৪৪০১৮৪৮৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির চতুর্দশ (১৪তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী **শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত বিধানসমূহ মেনে, বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য, কোম্পানি **০২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.sotefinbharat.com**-এ উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে **বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ("বিগশেয়ার")** দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে ভোট দেওয়ার জন্য তার সমস্ত সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের দ্বারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায়** শুরু হবে এবং **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায়** শেষ হবে। এরপর ভোটিংয়ের জন্য বিগশেয়ার দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

২) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। কোনো সদস্য একবার ভোট দিলে, তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না।

৩) সভায় অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, কোম্পানি তাদের জন্য এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও প্রদান করছে। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪) একজন সদস্য ভোটিংয়ের কেবল একটি মাধ্যম বেছে নিতে পারেন, অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে। যদি কোনো সদস্য একাধিক মাধ্যমে ভোট দেন, তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া ভোটটিই গ্রাহ্য হবে।

৫) বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যিনি কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **ivote@bigshareonline.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের সাময়িকভাবে **investor@bigshareonline.com**-এ কোম্পানির আরটিএ, বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা **www.ivote.bigshareonline.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা **ivote@bigshareonline.com**-এ লিখতে পারেন, অথবা ১৮০০ ২২ ৫৪ ২২/০২২-৬২৬৩৮৩৩৮ নম্বরে কল করতে পারেন।

সোটেফিন ভারত লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিশ্বজিৎ দাস
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নম্বর - এ৬৯৪২১

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L01222WB1983PLC059695
রেজিস্টার্ড অফিস : অরিহন্ত বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, ই-মেইল : info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

সংশোধনী

এটি ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তির সূত্র ধরে, যা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বাদ পড়া বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে

১. সংশোধনের প্রকৃতি :
৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য ফর্ম এমআর-৩ সেক্রেটারিয়াল অডিট রিপোর্ট, যা টি. চ্যাটার্জি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস দ্বারা ইস্যু করা হয়েছে, তা ভুলবশত ডিরেক্টরস রিপোর্টের সাথে সংযুক্ত হতে বাদ পড়েছিল।

২. প্রতিকার :
উক্ত ফর্ম এমআর-৩ এখন এই শুদ্ধিপত্রের সাথে প্রদান করা হচ্ছে এবং এটি ডিরেক্টরস রিপোর্টের অ্যানেক্সার এফ হিসেবে পড়তে হবে।

৩. শুদ্ধিপত্রের প্রভাব :
এই শুদ্ধিপত্রটি অর্থবর্ষ ২০২৫-২০২৬ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে পড়া উচিত। ফর্ম এমআর-৩ যোগ করা ছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু, শর্তাবলী এবং বিবরণ অপরিবর্তিত রয়েছে।
এই শুদ্ধিপত্রটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.taiind.com/annual-reports.html** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট bseindia.com-এও উপলব্ধ।
শেয়ারহোল্ডারদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

স্নিগ্ধা খেতন
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : ৫৫০৭৯

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কেএইচএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

(পূর্বতন এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : U64300WB2022PLC255148
রেজি. অফিস : সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ.জে.সি. বোস রোড, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪৭, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ; **ফোন :** ০৩৩ ২২৮২৩৫৮৫

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ("ওএভিএম") মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০৯/২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ ("এমসিএ সার্কুলার") মেনে করা হচ্ছে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের ("ডিপি") কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ("সিডিএসএল") ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

আপনি যদি কোম্পানি/ডিপির কাছে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইমেল আইডি নিবন্ধন করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	সদস্যদের প্রয়োজনীয় বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত কপি) স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধপত্রের কপিসহ admin@mcsregistrars.com অথবা igl.kolcorp@gmail.com-এ প্রদান করে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিম্যাট হোল্ডিং	সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৪র্থ এজিএম-এ যুক্ত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ৪র্থ এজিএম-এ যুক্ত হওয়ার নির্দেশাবলী এবং ৪র্থ এজিএম-এ সিডিএসএল-এর রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। যে সকল শেয়ারহোল্ডাররা ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যারা কোম্পানি বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, বিজ্ঞপ্তিতে তাদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও থাকবে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ধরা হবে।

যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, একজন সদস্য আরটিএ-কে admin@mcsregistrars.com-এ অথবা কোম্পানিকে igl.kolcorp@gmail.com-এ একটি ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

কেএইচএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে
মনীষা টিব্রেওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ০২.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পোরেট অফিস : ৩২৪এ, ৩য় ফ্লোর, আগরওয়াল প্লাজা, সেক্টর-১৪, রোহিণী, দিল্লি-১১০০৮৫
CIN-L65925WB1983PLC035697 ওয়েবসাইট : www.sunitabonds.com
ইমেইল : sbhlplc@gmail.com যোগাযোগ নং : +৯১- ৯৫৯৯৯১৯৯১৯

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বুক ক্লোজার তারিখ সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে মেসার্স সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায় (আইএসটি) কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২-এ ("সভা") অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সাধারণ এবং বিশেষ কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে। এটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা পূর্বে জারি করা সাধারণ সার্কুলার এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, প্রবিধান (যা সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে করা হচ্ছে।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এবং লিস্টিং রেগুলেশনস মেনে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন ("বার্ষিক প্রতিবেদন") এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যারা এর জন্য অনুরোধ করবেন।

উপরন্তু, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিউআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ **মেসার্স স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

কোম্পানি তার সদস্যদের সভায় পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ("ই-ভোটিং") তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন ("রিমোট ই-ভোটিং")। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের এজেন্সি হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের কাছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সম্বলিত রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত যোগাযোগের তথ্য এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির একটি কপি পাঠানো হয়েছে। ই-ভোটিংয়ের যোগাযোগের পদ্ধতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sunitabonds.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টায় শেষ হবে। উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে উল্লেখযোগ্য নয়।

যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টারে/ বেনিফিসিয়াল ওনার হিসেবে থাকবে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং / সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া আছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। সদস্যরা যদি আগে থেকেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন : যে সমস্ত সদস্যরা এখনও তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে এবং ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ('আরটিএ') কাছে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বুক ক্লোজার : এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে অ্যাক্টের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, কোম্পানির মেম্বার্স রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) ৪৪তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুপ কুমার পান্ডে
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : দিল্লি

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড

CIN : L26102WB1972PLC028352
ঠিকানা : ৮৮সি, লেক ভিউ রোড, কলকাতা ৭০০০২৯
ই-মেইল : cs@indobell.com | ওয়েবসাইট www.indobell.com

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং এবং রেকর্ড তারিখের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ২০/২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৪ এবং এই বিষয়ে জারিকৃত অন্যান্য সার্কুলার (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস") এবং আরও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার ("সেবি সার্কুলার")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে, ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়া ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়। সদস্যরা তাদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com-এর মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর সাহায্যে এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারবেন।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের বুধবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে মকুব করা হয়েছে। অধিকন্তু, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কাছে একটি পত্র পাঠানো হচ্ছে।

৫৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https//www.indobell.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("NSDL")-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("NSDL")-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯টা আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ৫টা আইএসটি) শেষ হবে। উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনো রেজোলিউশনে একবার ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না;
২. রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার এবং এজিএম-এ ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
৩. যে কোনো ব্যক্তি যিনি ইমেলের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@nsdl.co.in বা cs@indobell.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
৪. যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;
৫. এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন;
৬. কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়াল ওনার্স বা মেম্বারস রেজিস্টারে শুধুমাত্র যে ব্যক্তির নাম নিবন্ধিত আছে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ, ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং করার অধিকারী হবেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা শ্রী প্রীতম দত্ত, সিনিয়র ম্যানেজার-কে pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নম্বর : এ১৫৭৮৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০২.০৯.২০২৬

প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : পরিধান- গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৫ম তল, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০০১৫
লিকুইডেটর : পার্থ কমল সেন
আইবিবিআই ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৮সি১, ব্লক টাওয়ার, হাইল্যান্ড পার্ক, ১৯২৫, চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯৪
ইমেল আইডি : partha_kamal@yahoo.com. praptifashions.ibc@gmail.com
যোগাযোগ নং : +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২

ই-অকশন- ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে সম্পদের বিক্রয় স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
সময় : বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)
অকশন প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ-
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(এ)-এর বিবেচনায় স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদের বিক্রয়, যা মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৯.১২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটরের দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে গঠিত। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম- https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (আইএনআর)
মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি (মডেল সি-২৫০), ইউরো ৪, পেট্রোল, ক্ষতিগ্রস্ত এবং অচল অবস্থায় বিক্রয়, যা ল্যান্ডমার্ক মার্সিডিজ বেঞ্জ ওয়ার্কশপ, ১, সিপিটি কলোনি, কলকাতা - ৭০০০৮৮, তারাতলা-তে অবস্থিত (অ্যাসেট নং ৪৪৪১)	৬৪,৮০০/- টাকা (চৌষট্টি হাজার আটশো টাকা)	৬,৪৮০/-	৫,০০০/-

দ্রষ্টব্য : আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(এ) অনুযায়ী স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিক্রয়ের ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে EAUCTION/2026/05 নম্বর যুক্ত ই-অকশন ডকুমেন্ট দেখুন।

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-অকশন "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, কারণ এই ধরণের বিক্রয় কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এ বাঙ্কনেট দ্বারা আইবিবিআই ই-অকশন পোর্টালে অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে হবে।
২. ইএমডি জমা দেওয়া এবং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে সমস্ত আবেদনকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে ই-অকশন প্রসেস ডকুমেন্টে উল্লেখিত নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে praptifashions.ibc@gmail.com ঠিকানায় এবং মোবাইল নং ৯৮৩০২৬৩৩৫২-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. সম্ভাব্য বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদের টাইটেল, কোনো করের বকেয়া, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ (যদি থাকে) ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাঁদের নিজস্ব খরচে সম্পদটি পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত। সম্ভাব্য বিডাররা প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে সকাল ১০.৩০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত সাইট পরিদর্শন/তদন্ত করতে পারেন।
৪. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্ভাব্য বিডারদের নিজস্ব খরচে সম্পদটি পরিদর্শন করা এবং সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা তাঁদের দায়িত্ব হবে। উপরে উল্লেখিত সম্পদটি সম্ভাব্য বিডাররা পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে উল্লেখিত সাইটে পরিদর্শন করতে পারেন; লিকুইডেটর শ্রী পার্থ কমল সেন-এর সাথে যোগাযোগ করে।
৫. সর্বোচ্চ বিডার হিসেবে শনাক্তকরণ সফল বিডারের মর্যাদা নিশ্চিত করে না। লিকুইডেটর, কমিটি অফ ক্রেডিটর্স -এর সাথে পরামর্শ করে সফল বিডার ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখেন এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত বিডারদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
৬. সম্ভাব্য বিডাররা একটি ঘোষণাপত্র জমা দেবেন যে তাঁরা প্রযোজ্য সীমা পর্যন্ত ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬-এর সেকশন ২৯এ -এর অধীনে কোনো অযোগ্যতায় ভুগছেন না এবং যদি কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. সিওসি -এর সাথে পরামর্শ করে বিডার ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল বিডারকে ই-মেইলের মাধ্যমে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (LOI) জারি করবেন এবং বকেয়া প্রতিদান চাইবেন (ই-অকশন ডকুমেন্টের অধীনে উল্লিখিত বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবেচনায়)। প্রাথমিক ইএমডি হিসাবে জমা দেওয়া পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় প্রতিদানের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল বিডারকে বকেয়া বিক্রয় প্রতিদানের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ প্রদান করতে হবে। ই-অকশন নথিতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল বিডারের দ্বারা বকেয়া পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে সফল বিডারের দ্বারা জমা দেওয়া সম্পূর্ণ পরিমাণ (ইএমডি + অন্য কোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত হবে।
৮. সফল বিডারকে বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিশেষত ৭ দিনের মধ্যে, তার অবস্থান থেকে সম্পদটি অপসারণ/স্থানান্তর করতে হবে।
৯. অকশন নথিতে নির্ধারিত বিন্যাসে নিলাম পোর্টালে নথিপত্র ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সহ বিড ফর্মটি https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
১০. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য বিডারদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং এটি বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার এবং/অথবা কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/বিডারকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. বিডার বাঙ্ক নেট প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারেন। ইচ্ছুক বিডারদের ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার আগে ব্যাঙ্ক নেট-এ ওয়ালেটের মাধ্যমে বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা করতে হবে।
১২. ব্যাঙ্ক নেট (BAANK NET)-এর দিক থেকে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। ই-অকশনে অংশগ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বিডার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনো প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির পরবর্তী নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১৩. ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে। ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী পার্থ কমল সেন
প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৯.২০২৬ **রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049**
ই-মেইল : praptifashions.ibc@gmail.com, যোগাযোগ নং : +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২

केनरा बैंक Canara Bank

Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ১৮.০৯.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী নীচে বর্ণিত যে সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়া হয়েছে, তা https://canarabank.auctiontiger.net-এর মাধ্যমে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স সূর্য বিল্ডার্স অ্যান্ড পিভিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কো. (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** গ্রাম- বড় শঙ্কর, পোঃ- বানিয়াল, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১৫৮ **মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** পোঃ- বানিয়াল, গ্রাম- বড় শঙ্কর, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১২৭ **সমিত বসাক (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা)** গ্রাম- বড় শঙ্কর, পোঃ- বানিয়াল, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১৫৮ **শ্রীমতী রুপা বসাক (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- সমিত বসাক গ্রাম- বড় শঙ্কর, পোঃ- বানিয়াল, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১৫৮	**ক) ১,৬২,৯৯,৭৪৫.০০ টাকা** (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১৮.০৩.২০২৬** **গ) ০৫.০৬.২০২৬**	**সম্পত্তি ১:** কিউআর কোড সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর একতলা শেড ও দোতলা নির্মাণ, জমির পরিমাণ প্রায় ৪৩ ডেসিমেল, মৌজা- খাসিপুর, জে.এল. নং ১০৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৫, ৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৭, ২৯, ১০৫, ১৮৪, ১৮৭, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৫২, ৫৩, ৬৩ এবং ৯৫, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। **সম্পত্তিটি শ্রী সমিত বসাক -এর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- ডাঙা/পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণে- রতন মোহন্তের জমি, পূর্বে- পিনাকী বসাকের জমি, পশ্চিমে- প্রশান্ত মোহন্তের জমি। কিউআর কোড **সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর ১০+২ তলা ভবন, জমির পরিমাণ প্রায় ৮ ডেসিমেল, মৌজা- বড়শঙ্কর, জে.এল. নং ১১৩, খতিয়ান নং ১১৮, ৪০৮, প্লট নং আর.এস. ২৭৫ এবং এল.আর. ৩৩৮, গ্রাম- বড়শঙ্কর, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। **সম্পত্তিটি শ্রী সমিত বসাক-এর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- নদীর জমি, দক্ষিণে- সুকমল বসাক ও অন্যান্যদের জমি, পূর্বে- জেলা পরিষদ রাস্তা, পশ্চিমে- পুকুর। কিউআর কোড **সম্পত্তি ৩:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর ১০+২ তলা ভবন, জমির পরিমাণ প্রায় ৫ ডেসিমেল, মৌজা- বড়শঙ্কর, জে.এল. নং ১১৭, সাবেক ২৫৬, বর্তমান এল.আর. ২৫৬/৫, আর.এস. প্লট নং ১৬৫, হাল এল.আর. প্লট নং ১৮৫, গ্রাম- বড়শঙ্কর, থানা- তপন, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। **সম্পত্তিটি শ্রী সমিত বসাক-এর নামে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- অতুল কৃষ্ণ বসাক ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণে- পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে- পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে- পুকুর। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) I. ২৯,০০,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **II. ৫৩,৯৫,০০০.০০ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **III. ৯৩,৬৮,০০০.০০ টাকা** (তিরানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **খ) I. ২,৯০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **II. ৫,৩৯,৫০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **III. ৯,৩৬,৮০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ:** **i. ২,৯০,০০০.০০ টাকা** **ii. ৫,৩৯,৫০০.০০ টাকা এবং** **iii. ৯,৩৬,৮০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী সমিত বসাক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** ৬০, এল.আর. হাল প্লট নং ২০৮, গ্রাম- বড় শঙ্কর, বানিয়াল, বড় শঙ্কর, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩১২৭ **শ্রীমতী রুপা বসাক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী সমিত বসাক, গ্রাম- বড় শঙ্কর, বানিয়াল, বড় শঙ্কর, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩১২৭ **মেসার্স সূর্য বিল্ডার্স অ্যান্ড পিভিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কো. (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** গ্রাম- বড় শঙ্কর, বানিয়াল, বড় শঙ্কর, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩১২৭ **মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** বানিয়াল, গ্রাম- বড় শঙ্কর, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১২৭	**ক) ৮৩,২০,২০০.০২ টাকা** (তিরাশি লক্ষ কুড়ি হাজার দুইশত টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১৮.০৩.২০২৬** **গ) ০৯.০৬.২০২৬**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং ভবন, জমির পরিমাণ প্রায় ০.০৩৭৭ একর, মৌজা- খতিয়ানপুর, প্লট নং সাবেক ১১২০৩, ১১০৪ এবং ১১৪৮৪, এল.আর. প্লট নং ১১০, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট। **সম্পত্তিটি শ্রী সমিত বসাক-এর নামে রয়েছে। সীমানা:** উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, দক্ষিণে: রাস্তা, পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, পশ্চিমে: লতা বসাকের জমি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৭২,০০,০০০.০০ টাকা** (বাহাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৭,২০,০০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৭,২০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স সাভেরা টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা** ভি৮০, এস. এ. ফারুক রোড, বটতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮ **শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা)** সিডব্লিউ- ১/১৬/৫এ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ- বটতলা, থানা- রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮ **শ্রী জীতেন্দ্র কুমার বাঁকা (গ্যারান্টার)** সিডব্লিউ- ১/১৬/৫এ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ- বটতলা, থানা- রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮	**ক) ১,৬১,০১,৮৯৭.০২ টাকা** (এক কোটি একষট্টি লক্ষ এক হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ২৫.০২.২০২৬** **গ) ২৭.০৫.২০২৬**	উক্ত চিহ্নিত সর্বপ্রকারখণ্ড জমি, যাহার মোট পরিমাপ ২ (দুই) কাঠা ৮ (আট) ছটাক বা ৪.১২৫ (চার দশমিক এক দুই পাঁচ) শতক ডাঙ্গা জমি, সমেত মোট ২৮৩৮ বর্গফুট পরিমাপের দ্বিতল আবাসিক বাড়ি যাহার মধ্যে রয়েছে ভূ-তলে ১৩১২ বর্গফুট আয়তনের পাকা মেঝে ও পাকা ছাদযুক্ত আবাসিক বাড়ি এবং প্রথম তলে (ফার্স্ট ফ্লোর) ১৫২৬ বর্গফুট আয়তনের পাকা মেঝে ও পাকা ছাদযুক্ত আবাসিক বাড়ি;উক্ত সম্পত্তি মৌজা আঁকড়া, জে. এল. নং ১, এল. আর. খতিয়ান নং ১১৮, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং ২৬২ -এর অন্তর্ভুক্ত; যাহা মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং C6-41/1/New, রবীন্দ্র নগর রোড, থানা রবীন্দ্রনগর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় বেহালা, জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত এবং **যাহা শ্রী মহেন্দ্র কুমার-এর নামে নথিবদ্ধ।উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে: অপরের জমিদক্ষিণে: প্লট নং C/100 পূর্বে: ২০ ফুট প্রশস্ত রবীন্দ্র নগর রোডপশ্চিমে: প্লট নং C/101 কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৯৮,৫৬,০০০.০০ টাকা** (আটানব্বই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী তাপস কুমার খাঁড়া (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম ও পোঃ- কড়ক, পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩২ **শ্রীমতী ভবানী খাঁড়া (সহ-ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম ও পোঃ- কড়ক, পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩২ **শ্রী সৈকত কুমার খাঁড়া (সহ-ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম ও পোঃ- কড়ক, পোঃ- কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩২	**ক) ৩০,৪৪,৬৫১.৫৮ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত একান্ন টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১৭.০৩.২০২৬** **গ) ২১.০৫.২০২৬**	উক্ত চিহ্নিত সর্বপ্রকারখণ্ড সম্পত্তি, যাহা জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা- কারক, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় - মহিষাদল, থানা- নন্দকুমার, জে. এল. নং ১২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ২১৪, কল্যাণপুর দাগ নং ৩৪৩, আর. এস. দাগ নং ১৪০৯ -এর অন্তর্ভুক্ত; যাহার জমির মোট পরিমাণ ৫.৫০ শতক এবং ভূমির শ্রেণি 'বাস্তু'; যাহা **১৯৬৮ সালের ৮০০১ নম্বর দলিল মূলে তাপস কুমার খাটুয়া -র নামে নথিবদ্ধ।উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে: প্লট নং ৩৪২, দক্ষিণে: তাপস কুমার খাটুয়ার সম্পত্তি, পূর্বে: বাদল খাটুয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে: নারায়ণ খাটুয়ার সম্পত্তি কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৩৬,৬৩,০০০.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৬৬,৩০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৩,৬৬,৩০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী প্রসেনজিৎ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- করলা, আকন্দকেশরী, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৩৫। **এছাড়া ঠিকানা:** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং সি-১, ৩য় ফ্লোর, বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১০২। **শ্রীমতী রিয়া মন্ডল (রায়)** স্বামী- শ্রী প্রসেনজিৎ মন্ডল, গ্রাম- করলা, আকন্দ-কেশরী, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৩৫। **এছাড়া ঠিকানা:** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪০১, ৪র্থ ফ্লোর, খ্রিষ্টান পাড়া বাই লেন, কৃষ্ণপুর, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১০২।	**ক) ৩৩,২৬,৭৩০.১৫ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা এবং পনের পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ২৭.১২.২০২২** **গ) ১৪.০৩.২০২৩**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১৪সি, ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট (প্রায়), যার মধ্যে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি রয়েছে। এটি "শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট" নামক জি+৪ তলা ভবনে অবস্থিত, যা ৩ কাঠা ৩ ছটাক (কমবেশি) জমির উপর নির্মিত, সি.এস. দাগ নং ৫৯২৫, আর.এস. দাগ নং ৪২৩৪, সি.এস. খতিয়ান নং ৩২৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৫, মৌজা- কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ১৭, বর্তমান ওয়ার্ড নং ২৬ (বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি), থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: আর.এস. দাগ নং ৪২৩৪-এর অংশ, দক্ষিণে: ৪ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে: ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে: ৪ ফুট সাধারণ প্যাসেজ। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৪,৫০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৪৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৪৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স নিয়োগী স্টেশনারী সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** ৫৮, গৌরী বাড়ি লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৪ **চিন্ময় নিয়োগী (ডিরেক্টর)** ৫৮, গৌরী বাড়ি লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৪ **মৃন্ময় নিয়োগী (ডিরেক্টর)** ৫৮, গৌরী বাড়ি লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৪ **যুথিকা নিয়োগী (ডিরেক্টর)** অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোর, প্রাঙ্গণ নং ১৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, থানা- মানিকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০০৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৫-এর অধীনে। **এছাড়া ঠিকানা:** ৫৮, গৌরী বাড়ি লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৪। **এছাড়া ঠিকানা:** অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোর, প্রাঙ্গণ নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, থানা- মানিকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০০৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৫-এর অধীনে।	**ক) ৭,৮১,৩৩,৩৪৬.৫৭ টাকা** (সাত কোটি একাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত ছেচল্লিশ টাকা এবং সাতান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ২৮.০৫.২০২৫** **গ) ১৮.০৮.২০২৫**	**সম্পত্তি ১: যুথিকা নিয়োগী (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা)-এর নামের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল** ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৩এ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪২৫ বর্গফুট (কমবেশি), যাতে তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে। এটি ৫ কাঠা ৫ ছটাক (কমবেশি) জমির উপর নির্মিত ভবনে অবস্থিত, প্রাঙ্গণ নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- মানিকতলা। ভবনের সীমানা: উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং ১৭ ও ১৭/১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, দক্ষিণে: প্রাঙ্গণ নং ২১এ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং ১১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রাস্তা (বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট)। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে)** **সম্পত্তি ২: মৃন্ময় নিয়োগী (গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা)-এর নামের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল** ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৩বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪২৫ বর্গফুট (কমবেশি), যাতে তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে। এটি ৫ কাঠা ৫ ছটাক (কমবেশি) জমির উপর নির্মিত ভবনে অবস্থিত, প্রাঙ্গণ নং ১৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- মানিকতলা। **ভবনের সীমানা:** উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং ১৭ ও ১৭/১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, দক্ষিণে: প্রাঙ্গণ নং ২১এ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং ১১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রাস্তা (বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট)। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে)**	**ক) I. ৮৩,৫৫,০০০.০০ টাকা** (তিরাশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **II. ৮৩,৫৫,০০০.০০ টাকা** (তিরাশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) I. ৮,৩৫,৫০০.০০ টাকা** (আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **II. Λ,৩৫,৫০০.০০ টাকা** (আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) I. এবং II. ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ :** **I. ৮,৩৫,৫০০.০০ টাকা** **II. ৮,৩৫,৫০০.০০ টাকা** **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৭.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** ১, মেহের আলী রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০১৭ **শ্রী সেখ কামালউদ্দিন (পার্টনার)** ৭৬, সার্কাস রো, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৭ **শ্রী জুবায়ের আলম (পার্টনার)** রোড (১ম ফ্লোর), কলকাতা- ৭০০০১৭	**ক) ২,৪৪,৮৮,৭৬০.৫০ টাকা** (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতশত ষাট টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ০৬.০৮.২০২৫** **গ) ১৮.১১.২০২৫**	উক্ত সর্বপ্রকারখণ্ড জমি, যাহার মোট পরিমাপ ন্যূনাধিক ২ (দুই) কাঠা ৮ (আট) ছটাক, সমেত তদুপরি দণ্ডায়মান ১০০০ বর্গফুট কাঠামোর একটি পুরাতন ও জরাজীর্ণ দ্বিতল ইষ্টকনির্মিত বসতবাড়ি; যাহা প্রাঙ্গণ নং ৭বি, সার্কাস রো (পূর্বতন ৭, সার্কাস রো), থানা বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়- শিয়ালদহ, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৪ -এর স্থানীয় সীমানাভুক্ত, যাহার অ্যাসেসি নং ১১-০৬৪-০৮-০০০৭-০-এ অবস্থিত;অথবা উক্ত জমি, বসতভিটা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি ও প্রাঙ্গণ যেরূপেই অভিহিত বা চিহ্নিত হউক না কেন, এবং তৎসহ উহার যাবতীয় সংলগ্ন স্থায়ী সরঞ্জাম, অনুবন্ধ, আনুষঙ্গিক অধিকারসমূহ, পয়ঃপ্রণালী, নিকাশী ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সংযোগ; তৎসহ পৌর রাস্তা, সাধারণ পথ এবং সংলগ্ন চলাচল পথের উপর সর্বপ্রকার সুখাধিকার; এবং উক্ত জমিটি নিষ্কর জমি এবং এই দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সংযুক্ত নকশায় 'লাল' সীমারেখা দ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও চিহ্নিতকরণ করা হইয়াছে;উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং ৭৪, থিয়েটার রোড (অধুনা শেক্সপিয়র সরণি), দক্ষিণে: প্রাঙ্গণ নং ৬, সার্কাস রো (অংশবিশেষ) এবং সাধারণ পথের অংশ বিশেষ, পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং ৭ ও ৭সি, সার্কাস রো-এর অংশবিশেষ এবং ১৫.৫ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে: প্রাঙ্গণ নং ৫, সার্কাস রো কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২,২২,৩০,০০০.০০ টাকা** (দুই কোটি বাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২২,২৩,০০০.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ তেইশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২২,২৩,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৮.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স সাঁই তারা এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: অনুরাধা চক্রবর্তী** ৩৮/বি, মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২০৪ **অনুরাধা চক্রবর্তী** শান্তিনিকেতন রোড, মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২০৪ **তাপসী চ্যাটার্জী** ২০/১, কান্দি জেল রোড, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৫৩৭ **অসীম চক্রবর্তী** ৩৮/বি, মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২০৪	**ক) ৩৬,৪৫,২২৩.৮৮ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশত তেইশ টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ৩০.০৩.২০২৪** **গ) ০৩.০৭.২০২৪**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, ২০/১ কান্দি জেল রোডে অবস্থিত, মৌজা- রূপপুর, জে.এল. নং ৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১১২১, আর.এস. প্লট নং ১৮৯১, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭, জমির পরিমাণ ৬.৫০ ডেসিমেল, **তাপসী চ্যাটার্জীর নামে। সীমানা:** উত্তরে: প্রশস্থ মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে: বড় নালা/খাল, পূর্বে: নব গোপাল পাঠকের সম্পত্তি, পশ্চিমে: চিরন্তন চ্যাটার্জীর সম্পত্তি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখলে রয়েছে)**	**ক) ৩১,৬০,০০০.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,১৬,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৩,১৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
৯.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী সুকান্ত দাস** পিতা- নিত্যলাল দাস প্রাঙ্গণ নং ১৭৭, ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, রাজা রাম মোহন রায় রোড, ওয়ার্ড- ১২১, থানা- বেহালা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৮ **এছাড়া:** ১৭/৪ নীল বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৩৪	**ক) ৪৫,৯৩,৩৮৮.৫৩ টাকা** (পয়তাল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত অষ্টআশি টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১৩.০১.২০২৩** **গ) ২৬.০৪.২০২৩**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট ২য় ফ্লোরে পূর্ব-দক্ষিণ মুখে, মার্বেল ফ্লোরিং সহ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট কার পার্কিং স্পেস, আর.এস. দাগ নং ৩১৯/৯০৭ এবং ৩১৯/৯২৭-৩১৯/৯০৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫, মৌজা- মুরাতপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ১০২, তৌজি নং ৭৩-৭৭, ৮২, থানা- বেহালা, ডি.এস.আর. আলিপুর এবং এডিএসআর বেহালা, মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণ নং ১৭৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, কলকাতা- ৭০০০৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সীমানা: উত্তরে: ১৪ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে: আংশিক দাউদ সর্দারের সম্পত্তি এবং আংশিক ফণী ভূষণ সরকারের সম্পত্তি, পূর্বে: আংশিক অন্যদের সম্পত্তি এবং আংশিক ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে: আংশিক অন্যদের সম্পত্তি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৮,৫০,০০০.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১০.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স জেডজেএমটি বিশ্বাস কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) প্রোপাইটর : মহঃ টিঙ্কুর রহমান** পোঃঅঃ- মোথাবাড়ি, গ্রাম- কিশোরপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২ ২০৭। **মহঃ টিঙ্কুর রহমান,** পিতা মহঃ খলিলুর রহমান পোঃঅঃ- মোথাবাড়ি, গ্রাম- কিশোরপুর, থানা- কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২ ২০৭।	**ক) ২৬,১২,৭৩৮.৬৭ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ বারো হাজার সাতশত আটত্রিশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ০২.০৪.২০২৫** **গ) ১৮.০৬.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, জমির পরিমাণ ০.০৬ একর, মৌজা- কেশবপুর, জে.এল. নং ৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৩৮ (সাবেক), এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৫ (হাল), এল.আর. প্লট নং ৩২০ (সাবেক), হাল প্লট নং ৩২৮ (নতুন), থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদহ। **সম্পত্তিটি শ্রী টিঙ্কুর রহমান-এর নামে রয়েছে। সীমানা:** উত্তরে: খলিলুর রহমানের বাড়ি, দক্ষিণে: মশিদুর রহমান, পূর্বে: সশ, পশ্চিমে: ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৩৪,৬০,০০০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৪৬,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ৩,৪৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স কবিতা এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: কবিতা চক্রবর্তী** স্বামী- শীতল চক্রবর্তী ১৮/২, সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১২০১। এছাড়া ঠিকানা: ৭/১এ, গ্রান্ট লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০১২। **শ্রী শিবাজী চক্রবর্তী** পিতা- ললিত কুমার চক্রবর্তী ১৮/২ সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১২০১	**ক) ১,২১,৭৪,৪৬৪.০৯ টাকা** (এক কোটি একুশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশত চৌষট্টি টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ২৭.০২.২০১৯** **গ) ২৯.০৫.২০১৯**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ভবন সহ জমি, যার পরিমাণ ১ কাঠা ৫ ছটাক, জেলা হাওড়া, সাব রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া, থানা- বালি, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৭৭৬, আর.এস. দাগ নং ২৯১০, ওয়ার্ড নং ৫৪, **শ্রীমতী কবিতা চক্রবর্তী-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটির সীমানা:** উত্তরে: রসিকলাল পাল, দক্ষিণে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে: ললিত মোহন চক্রবর্তীর জমি, পশ্চিমে: পূর্ণিমা চক্রবর্তীর বাড়ি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৯,৮০,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৯৮,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৯৮,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স ভি.এস. লেদার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** ১০৪, পূর্ব তেঘড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৫৯ **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা তিওয়ারি (ডিরেক্টর),** পি-৩৫, ২য় স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫ **শ্রীমতী কল্যাণী তিওয়ারি (ডিরেক্টর),** পি-৩৫, ২য় স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫ **শ্রী বিদ্যা তিওয়ারি (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** পিতা- রাম দুলাল তিওয়ারি, পি-৩৫, ২য় স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫ **শ্রী শিব শঙ্কর তিওয়ারি (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** পি-৩৫, ২য় স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা	**ক) ৬৬,৩০,১৭২.৫৩ টাকা** (ছেষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার একশত বাহাত্তর টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১০.১২.২০২৪** **গ) ২১.০২.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট, যার মধ্যে ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি রয়েছে। এটি জি+৩ তলা ভবনে অবস্থিত, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৭০ বর্গফুট কভার্ড কার পার্কিং সহ, প্রাঙ্গণ নং ২০০ কবি সুকান্ত সরণি, সন্তোষপুর, ওয়ার্ড নং ১০৩, থানা- কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৭৫। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- অনুপ কুমার পালের ফ্ল্যাট, দক্ষিণে- সাধারণ স্থান, পূর্বে- সাধারণ স্থান এবং ব্লক এ বিল্ডিং, পশ্চিমে- সাধারণ প্যাসেজ। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৪,২০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৪২,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৪২,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী অমৃত সরকার** পিতা অসিত লাল সরকার ৬৫, রবীন্দ্র সরণি, ওয়্যারলেস গেট, পোঃঅঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫	**ক) ৩৩,৬৪,২৪২.৩২ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ৩১.০১.২০২৫** **গ) ০৯.০৪.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং ৪০১, পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট (প্রায়), যার মধ্যে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ২ ব্যালকনি রয়েছে। এটি হোল্ডিং নং ৪, প্রাঙ্গণ নং সুভাষ নগর ২য় বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, এডিএসআর কাশীপুর দমদম-এর অধীনে, ১ কাঠা জমির আনুপাতিক শেয়ার এবং/অথবা অধিকার সহ এবং তার উপর ৪ তলা ভবনে অবস্থিত, মৌজা- দিঘলা, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭০০, ১৭৮১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২১৭৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২২১০। **সীমানা:** উত্তরে: সুভাষ নগর ২য় বাই লেন, পূর্বে: দাগ নং ২১৭৯, দক্ষিণে: ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে: দাগ নং ২১২৮। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখলে রয়েছে)**	**ক) ২২,১৫,০০০.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,২১,৫০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,২১,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স পপুলার এন্টারপ্রাইজ প্রোপ্রাইটর: শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য** গ্রাম ও পোঃ- চন্ডীদাস নানুর, নানুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১৩০১ **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য** পিতা- মৃত সনাতন ভট্টাচার্য বোলপুর বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২০৪ **শ্রীমতী অনুশ্রী ভট্টাচার্য** স্বামী- শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য বোলপুর বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ- বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২০৪	**ক) ৭০,৪৫,৬৪৬.১৫ টাকা** (সত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ টাকা এবং পনের পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ১২.১২.২০২৩** **গ) ১৬.০৫.২০২৪**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৬২৮, এল.আর. দাগ নং ৫৬১০, ৫৬১১, ৫৫৪০, ০.০৬ ডেসিমেল, জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা- বোলপুর-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী অনুশ্রী ভট্টাচার্য-এর নামে রয়েছে। সীমানা:** পূর্বে- ১০ ফুট মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, পশ্চিমে- টিঙ্কু বিশ্বাসের বাড়ি, উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা, দক্ষিণে- বংশীবদন বিশ্বাসের বাড়ি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৯,৯৫,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৯৯,৫০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ২,৯৯,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**
১৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স এম. জি. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** কোড়ানগর, ইথাতা, হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, হাসনাবাদ বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪৫৬ **শ্রী মোফাজ্জল গাজী (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- গোলাম হোসেন গাজী কোড়ানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, হাসনাবাদ বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪৫৬	**ক) ৩৪,৭৪,৭০৭.৬২ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত সাত টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ০৭.১০.২০২৫** **গ) ১৮.১২.২০২৫**	**সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন, শ্রী মোফাজ্জল গাজী (প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা)-এর নামে।** ০৭.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর দোতলা আবাসিক ভবন, সাবেক দাগ নং ১০৫৮, হাল দাগ নং ১১৬২, সাবেক খতিয়ান নং ৩০১, হাল খতিয়ান নং ২০৫, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১২৭১, মৌজা- কোড়ানগর, জে.এল. নং ০৪, ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হাসনাবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪৫৬-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- মোফাজ্জল গাজীর জমি, দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে- আনানুর রহমান গাজীর বাড়ি। কিউআর কোড **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ১৮,৬০,০০০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৮৬,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ১,৮৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায়....

ঝরনায় স্নান করার পর অসুস্থ হয়ে শিবপুরীতে ১০ দিনে মৃত্যু হল একই পরিবারের চার শিশুর

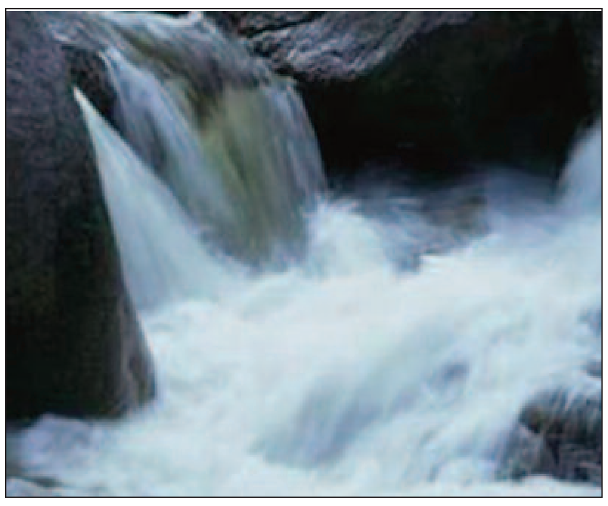

ভোপাল, ২ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে একই পরিবারের ৪ শিশুর মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। ১০ দিনের মধ্যে ৩ ভাই এবং তাঁদের এক মামাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাত অসুস্থতায়। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রথমে জ্বর, পরে পেটে ব্যথা, বমি ও ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতর। পরিবারের দাবি, ১৬ আগস্ট গোরা টিলার কাছে একটি ঝরনায় ৪ শিশু স্নান করেছিল। এর কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং আত্মীয়দের একাংশের সন্দেহ, ঝরনার জল দূষিত হওয়ার কারণেই হয়তো তানবীরের এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এই সম্ভাবনা নিশ্চিত নয়।

তানভীর আহমেদের ১৪ বছরের ছেলে তাহির প্রথম অসুস্থ হয় ১৮ আগস্ট। জ্বর, বমি, ডায়রিয়া ও পেটে ব্যথা নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার সময় তার প্লেটলেটের মাত্রা দ্রুত কমে যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়ে ২ দিন পর তার মৃত্যু হয়। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে তানভীরের বোনের ১৯ বছরের ছেলে আয়াজ। শিবপুরী জেলা হাসপাতালে প্রথমে তার চিকিৎসা চলে। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে গোয়ালিয়রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩ আগস্ট তার মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, পরীক্ষায় তার শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। এর পর তানভীরের দুই ছোট ছেলে ৯ বছরের তারুফ এবং ১১ বছরের তাসিফ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দু'জনেরই জ্বর আসে। পরে তাঁদের অবস্থাও দ্রুত খারাপ হতে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও শেষরক্ষা হয়নি। ৩১ আগস্ট সকালে তারুফের মৃত্যু হয়। একই দিন সন্ধ্যায় মারা যায় তাসিফ।

পরপর ৪ শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, একই পরিবারের এতজন শিশুর একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু কী ভাবে হল।

তদন্তে নেমে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতরের একটি দল পরিবারের বাড়িতে যায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি এবং পরীক্ষার রিপোর্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সঞ্জয় ঋষিশ্বর জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে ৪ শিশুর মৃত্যুর পিছনে সংক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে পরীক্ষার ফল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। মৃত শিশুদের ময়নাতদন্ত এখনও হয়নি।

সিকিমে হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক বন্যা ঠেকাতে এবার তিন বিশেষ পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিমবাহ গলে তৈরি হওয়া হ্রদের জল হঠাৎ বেরিয়ে এলে ভয়াবহ বন্যা নামতে পারে পাহাড়ি সিকিমে। সেই ঝুঁকি কমাতে এবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল উদ্যোগের প্রস্তাব করেছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্য, বিপর্যয় ঘটার পর পরিস্থিতি সামলানোর বদলে আগেই জলাধার ও বন্যার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথম পরিকল্পনাটি শাকো ছো হ্রদকে ঘিরে। প্রায় ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ ঘনমিটার জল রয়েছে। হ্রদের স্বাভাবিক জল বেরোনোর পথ নেই। তাই সেখানে সৌরশক্তিচালিত আটটি পাম্প বসিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮০ লক্ষ ঘনমিটার জল বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। এর ফলে হ্রদের জলস্তর প্রায় ২০ থেকে ৪০ মিটার কমানো সম্ভব হতে পারে। জল কমলে ভবিষ্যতে তুষারধস বা ভূমিধসে হ্রদের বাঁধ ভেঙে গেলেও বন্যার ধাক্কা তুলনামূলক কম হবে বলে মনে করছে রাজ্য।

দ্বিতীয় উদ্যোগটি লোনাক উপত্যকার ডলমা সামপা এলাকায়। দক্ষিণ লোনাক, উত্তর লোনাক ও চাংসাং হ্রদকে কেন্দ্র করে সরাসরি হ্রদে হস্তক্ষেপ না করে উপত্যকার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অংশে জলধারণ কাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় এই এলাকায় জল, পাথর ও পলি ছড়িয়ে পড়ায় বন্যার গতি কিছুটা কমেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন। তৃতীয় পরিকল্পনা গুরুদোংমার হ্রদগুচ্ছকে ঘিরে। তিনটি হ্রদের জল বেরোনোর মুখে পাথর ও গাঁথনি দিয়ে নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। এর মাধ্যমে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আকস্মিক জলধারার শক্তি কমানোর চেষ্টা হবে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিকিমে ৪০টি উচ্চঝুঁকির হিমবাহ হ্রদ চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ১৬টি অগ্রাধিকারভিত্তিক হ্রদ হিসাবে চিহ্নিত। ১৩টির বিস্তারিত সমীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এবার কোন এলাকায় কোন প্রকৌশল ব্যবস্থা কার্যকর ও নিরাপদ, তা যাচাই করে বাস্তবায়নের পথে এগোতে চাইছে সিকিম।

ময়দান

সৌরভ বনাম অভিষেক, ২৪ সেপ্টেম্বরের ভোট ঘিরে সরগরম সিএবি

সিএবি নির্বাচনের আগে সৌমিককে ঘিরে অস্বস্তি সৌরভ শিবিরে

অনির্বাণ গাঙ্গুলি

২৪ সেপ্টেম্বর সিএবির নির্বাচন। বিশেষ কারণে আগের নির্ধারিত নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ায় পর ফের সরগরম ময়দান। দুই প্রতিপক্ষ শিবিরই এখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। এক দিকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্য দিকে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। নির্বাচন তত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অন্দরমহলের হিসাব-নিকাশ। বিজেপির জয়ের পর ডালমিয়া শিবিরের তৎপরতাও বেড়েছে। তাঁদের সম্ভাব্য প্যানেলে শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের নাম ঘোরাফেরা করছে। প্রাক্তন টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার এবং প্রাক্তন স্টেডিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান শান্তনু মিত্রও রয়েছেন আলোচনায়। তবে সচিব ও যুগ্ম সচিব পদে শেষ পর্যন্ত কারা লড়বেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে পিছিয়ে নেই সৌরভ শিবিরও। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুর সঙ্গে বৈঠক করেন সৌরভ। সূত্রের খবর, সেই আলোচনায় সৌমিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসে সচিব পদে। প্রাক্তন যুগ্মসচিব সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে সৌমিক বর্তমানে সিএবির স্টেডিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান। সূত্রের খবর, নীতু সরকারের প্রস্তাবে তাঁকে সচিব করার ব্যাপারে নাকি সম্মতি রয়েছে সৌরভের। আর এখানেই তৈরি হয়েছে সৌরভের ঘনিষ্ঠ মহলে অসন্তোষ। সৌমিকের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। তাঁদের বক্তব্য, স্টেডিয়াম কমিটির দায়িত্ব সামলানোর ক্ষেত্রে তাঁর পারফরম্যান্স একেবারে জিরো। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কিংবা আইপিএলের সময়ও তাঁকে প্রায় দেখ ই যায় না বলে দাবি ওই মহলের। সেই জায়গা থেকে সরাসরি সিএবির সচিব পদে তাঁর নাম আসায় উঠছে প্রশ্ন। এখ ন সিএবির অ্যাপেক্স কমিটিতে সচিব, যুগ্ম সচিব-সহ তিনটি পদে নতুন মুখ আসার কথা। ফলে বড় প্রশ্ন একটাই- ২৪ সেপ্টেম্বর কি হবে সরাসরি ভোট? নাকি শেষ মুহূর্তে দুই শিবিরের মধ্যে সমঝোতার পথ খুলবে? উত্তর মিলবে নির্বাচনের মঞ্চেই। তবে তার আগে সৌমিককে ঘিরে সৌরভ শিবিরের অস্বস্তি যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তা বলাই যায় না কাঁটার মতো বিঁধছে এখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/05/ELEC/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1040275_1. Categories of Work: Supply of LED street light Last date of Submission of Tender **11.09.2026.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
NOTICE INVITING E-TENDER
Executive Officer, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of Three(02) nos. works from outside bonafide and resourceful agencies/contractors vide eNIT No.: **WBMAD/ULB/DHM/NIT-13/377(e)/2026-27 Memo No. 3167/ K-12/DHM/26 Dated-02/09/2026** having **Tender ID: 2026_MAD__5021790_1 to 2** Bid Submission End Date: **11.09.2026 upto16.00 hrs.** For details information refer to website: **http//wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Diamond Harbour Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2026-27, Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-03/2026-27, Sl. 1-4, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-04/2026-27, Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-05/2026-27, Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-06/2026-27, Sl. 1, (NIT-01, 03 to 06 2nd Call), Date-01.09.2026 & NIT No. WB/ HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-07/ 2026-27, Sl. 1-2 (1st Call), Date-02.09.2026. Bid Submission Start Date : **02.09.2026 (NIT-01, 03), 03.09.2026 (NIT-04,05,06 & 07), from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date **09.09.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date: **11.09.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/01/2026-27 (Sl.- 1 & 2), Dated-01.09.2026, Fund: 15th FC.** Bid Submission Start Date: **02.09.2026 at 02.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **09.09.2026 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **11.09.2026 at 02.30 PM.** Details are available in **https://tenders.wb.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No. 07 of 2026–27 for patch repairing of Carry Road, Foreshore Road, Andul Feeder Road & Domjur-Andul Road (H.P. Culvert restoration) from bonafide bidders having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on 12.09.2026 at 14.00 hrs. Tender id. 2026_WBPWD_5021223_1/2/3/4. Other details may be seen from website etender.wb.nic.in & wbpwd.in.Sd/-AE/ HHSD/ PW(R)Dte.
ICA- T16843(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work "Day to day routine and preventive maintenance of Sub Station & LT Electrical Installation & DG Operation of different building within the campus of ID & BG Hospital, Beliaghata (F.Y.-2026-27)." e-NIT No. WBPWD/EE/KNHED/NIT-08/2nd Call/26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5018746_1. Submission Closing Date extended from 01/09/2026 to 14/09/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/- S.Chakraborty/EE/KNHED/PWDte.
ICA- T16877(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No : **WBPWD/EE /37/IR/T/KCED/I of 2026-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5018585_1)** is hereby extended up to 02:00 P.M. on 08.09.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: **http://www.pwdwb.in** and e-Tenderportal **https://tenders.gov.in** Sd/- B. Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T16837(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE (Percentage)
AE, PWD, Howrah Electrical Sub-Division invites online e-tender for the work :- Renovation of Superintendent Office Chamber at Howrah District Hospital, Howrah. [e-NIT No.WBPWD/AE/HESD/ e-NIT-27/2026-27. Tender ID:2026_WBPWD_5021300_1. Bid Submission start date (Online): 01.09.2026 at 17:00 Hrs. Bid Submission closing date (Online): 16.09.2026 at 11:00 Hrs Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in. Sd/-AE, HESD, PWD.
ICA- T16842(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-46/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017686_1) is hereby extended upto 2.00 P.M. on 09.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16868(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIQ-05/2026-27(2ndcall) with TenderID-2026_WBPWD_5021116_1 for "Supply & delivery of electrical maintenance materials-wall lamp fittings, ceiling fan and batten tube for Lok Bhavan Kolkata and other sites under Kolkata Lok Bhavan Electrical Subdivision, PWDte."Last date of bid submission is 14.09.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division.
ICA- T16855(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-50/2026-27 (2nd Call); Tender ID-2026_WBPWD_5018933_1 is hereby extended up to 09/09/2026 upto 1:00 PM. Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T16823(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-48 /2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5017691_1) is hereby extended upto 2.00 P.M. on 09.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16869(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works : "Electrical installation & allied works including AC Machine at the Chamber-1 of the Annexed plan, 5th floor of Vidyasagar Bhavan, Saltlake, Kolkata-91." **Tender No** : WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-10/26-27 & **e-Tender ID No.** 2026_WBPWD_5020558_1. Document **Download Closing Date : 15.09.2026 upto 13:00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division.
ICA- T16833(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-56/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5019164_1) is hereby extended upto 2.00 P.M. on 09.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16870(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No : **WBPWD/EE /10/IR/T/KCED/ II of 2026-27 (2nd call). (Tender ID : 2026_WBPWD_5017640_1) is hereby extended up to 02:00 P.M.** on **08.09.2026.** NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: **http://www.pwdwb.in** and e-Tender portal **https://tenders.gov.in** Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T16836(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PWDte. invite online e-tender for the work "Urgent EI work for Electrical Connection of newly constructed ETP Plant at ID & BG Hospital, Kolkata." e-NIT No. WBPWD/EE/KNHED/NIQ-33/2026-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5019478_1. Submission Closing Date extended from 01/09/2026 to 14/09/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Chakraborty/EE/KNHED/PWDte.
ICA- T16878(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 12 of 2026-27 for the work: 1) Patch repair in stretches of Barasat – Basirhat Road from 17.00Kmp to 20.00Kmp (except 18.00Kmp to 18.40Km) under Barasat Division, PWD during the year 2026-27., Estt. Amt.: Rs. 4,84,383/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5021334_1. 2) Patch repair in stretches of Barasat – Basirhat Road from 0.00Kmp to 2.50Km under Barasat Division, PWD in the district of North 24 Parganas during the year 2026-27., Estt. Amt.: Rs. 4,85,122/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5021334_2. 3) Patch repair in stretches of Barasat – Basirhat Road from 11.00Kmp to 14.65Kmp (except Ch. 12.415Kmp to 12.585Km and Ch. 13.050Km to 13.105Km) under Barasat Division, PWD during the year 2026-27., Estt. Amt.: Rs. 4,84,731/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5021334_3. 4) Patch repair in stretches of Barasat – Basirhat Road from 3.50Km to 6.00Kmp under Barasat Division, PWD in the district of North 24 Parganas during the year 2026-27., Estt. Amt.: Rs. 4,84,163/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5021334_4. Bid Submission End Date is 09.09.2026 at 15.00 Hours. Any Corrigendum /Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md Murshid Alam. Assistant Engineer, PWD Barasat Sub-Division.
ICA- T16896(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-tender is invited by the Assistant Engineer, P.W.Dte. Uluberia Electrical Sub-Division, PWD Campus, Gangarampur, Uluberia, Howrah-711316. NIT No. WBPWD/AE/UESD/ eNIT-06 of 2026-2027, Memo-UESD/26/212 Dt.-01.09.2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5021238_1. Name of Work: Electrical Installation work including SITC of AC System, Fire Detection System & Lightning Conductor in the Auditorium of Uluberia Rabindra Bhawan, Howrah---Additional work. Last Date of Submission: 17.09.2026 upto 2:00 PM. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.tenders.wb.gov.in / www.wbpwd.gov.in
ICA- T16820(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 14/09/26 upto 12.00 Noon instead of 01/09/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 16/09/26 at 12.00 Noon instead of 03/09/26 at 12.00 Noon for "Electrical Work for Vertical extension of ANM (R) Training School at 3rd Floor within the premises of Vidyasagar S.G. Hospital, Behala-SITC of Air Conditioning Machines." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5017115_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T16822(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: " Replacement of old VRF type Air Conditioning Machine by new Conceal Split and Cassette type Air Conditioning Machine with allied Electrical Works at Seminar Hall, Senior Special Secretary Chamber, Additional Secretary Chamber at Department of "Sundarban Affairs" Mayukh Bhawan (3rd floor), Salt Lake, Kolkata-91." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-183/2025-26_3rd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5016550_1.

Bid submission Closing Date (Online)	31.08.2026 up to 15:00 Hrs.	14.09.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	02.09.2026 at 15:05 Hrs.	16.09.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in. Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T16854(1)/2026

NEW BARRACKPORE MUNICIPALITY
Notice Inviting e-Tender
Tender Notice No.: WBMAD/ULB/NBM/NIT-01/2026-2027
Tender ID: 2026_MAD_1040062_1
Bid submission online start on **03/09/202617.00HRS** & Bid online closing on- **14/09/2026 17.00HRS.** Detailed information is available at **https://wbtenders.gov.in/** & New Barrackpore Municipal website **www.nbmonline.org**
Sd/- **Executive Officer**
New Barrackpore Municipality

e-Tender Notice
The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Purchase of one Hearse Van, Purchase & Installation of open Air Gym Equipment at Ward No-15 & 18 within Dankuni Municipality under MPLADS for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/ e-NIT-016/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-017/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-018/2026-27.** Bid Submission closing date (Online)- **11/09/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender.
Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-06 of 2026-2027 Dated 01.09.2026
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender NIT No.: PM/PWD/AE/26-27/108, Dated: 02.09.2026** under Panihati Municipality for details log on **www.tender.wb.gov.in**. Contact concern authority P.W. Department, Panihati Municipality at the above address. Last date of submission **14.09.2026.**
Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, North 24 Parganas, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 3/26-27/DMA/T Dated 02.09.2026.
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: 19.09.2026 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, North 24 Parganas, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 5/26-27/FCXV/T Dated 02.09.2026.
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: 19.09.2026 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the **www. wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা থেকে চলছে...

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইল: cb2364@canarabank.com

ই-নিলাম তারিখ ১৮.০৯.২০২৬

ক্র. নং	ক) সুরক্ষিত পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারী,** প্রযত্নে- হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরের-পাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৫। **শ্রীমতী আয়েশা বিবি (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- তাজমেল হক, প্রযত্নে- হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৫। **শ্রী ইলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, প্রযত্নে- হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৫। **শ্রী ওলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, প্রযত্নে- হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২৩০৫। **শ্রী জুলিয়াস কাঞ্চন (মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- তাজমেল হক, প্রযত্নে- হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছরেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৫।	**ক) ৪২,৩৮,৫৭২.৫৫ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তর টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে **০১.০৮.২০২৬** থেকে অতিরিক্ত প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ। **খ) ০৬.০১.২০২৬** **গ) ১৯.০৩.২০২৬**	**সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবন, যা সাদিখাঁড়দিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- বিলাসপুর নাছরেরপাড়া, জে. এল. নং ৩৮, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৪৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৬ (এল.আর.), থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত, **শ্রী তাজমেল হকের নামে। সীমানা:** উত্তরে - দুলাল মণ্ডলের খালি জমি, দক্ষিণে - রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে - আব্দুল কুদ্দুসের বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** কিউআর কোড **সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ ডেসিমেল পরিমাপের খালি জমি, যা সাদিখাঁড়দিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- বিলাসপুর নাছরেরপাড়া, জে. এল. নং ৩৮, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৪৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৬ (এল.আর.), থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত, **শ্রী তাজমেল হকের নামে। সীমানা:** উত্তরে - তোতন মণ্ডলের বাড়ি, দক্ষিণে - রাস্তা, পূর্বে - আসাদুল মণ্ডলের বাড়ি, পশ্চিমে - জিতেন দাসের বাড়ি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** কিউআর কোড	**ক) I. ১৮,৪৩,০০০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **II. ৩,৬০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) I. ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো টাকা মাত্র) **II. ৩৬,০০০.০০ টাকা** (ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোব): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) I. ১,৮৪,৩০০.০০ টাকা** **II. ৩৬,০০০.০০ টাকা** **ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।**

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১৮.০৯.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১৭.০৯.২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত।

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সম্পত্তিগুলি **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে'** এবং **'যাই থাকুক না কেন'** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পত্তি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে একটি ইনক্রিমেন্টের (বৃদ্ধির) সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** -এর মাধ্যমে **"অনলাইনে ইলেকট্রনিক মোডে"** পরিচালিত হবে।
৫. সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি পরিমাণ **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ই-ওয়ালেটে [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)]** পোর্টাল সরাসরি বা তাতে চালান তৈরি করে উক্ত চালানে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট বিবরণ অনুযায়ী আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে **১৭.০৯.২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকেল ৫.০০ টার** মধ্যে জমা করতে হবে।
৬. পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডে** -এর যোগাযোগের বিশদ বিবরণ **[BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগ নম্বর: ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com**
৭. শাখা কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে **৩১.০৮.২০২৬ থেকে ১১.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত** সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ দরদাতাকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার সাথে সাথেই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় মূল্য বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। যদি সফল দরদাতা ক্রেতা উপরোক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/যেকোনো কর্তৃপক্ষের সরকারি বকেয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ শুধুমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. এটি উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য উপরোক্ত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি নোটিশও বটে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১১. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ বাকি বকেয়া (যদি থাকে) আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড/গুলি গ্রহণ/বাতিল করার অথবা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১৩. আরও বিশদ বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com** -এ উপলব্ধ।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

কান্না থেকে বিশ্বজয়

শেষ মেসির আর্জেন্টিনা-অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দশক আগে যে বিদায় ছিল অভিমানের, এবারের বিদায় যেন পূর্ণতার। ২০১৬ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির কাছে হারের পর ভেঙে পড়েছিলেন লিওনেল মেসি। চোখের জলে জানিয়েছিলেন, আর্জেন্টিনার হয়ে আর খেলবেন না। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯। মনে হয়েছিল, এত কাছে গিয়েও বারবার ট্রফি হারানোর যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত ফুটবলের রাজপুত্রকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মেসির গল্প কখনও এত সহজ ছিল না। সেই অবসর টিকেছিল মাত্র ৬৬ দিন। ফিরে এসেছিলেন তিনি। আর সেই প্রত্যাবর্তনের পর লিখেছিলেন এমন এক মহাকাব্য, যার শেষ পাতায় রয়েছে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা এবং আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে নিজের নামকে চিরস্থায়ী করে ফেলার গৌরব।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে ০-১ গোলে হারের পর সেটিই হয়ে উঠল মেসির আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। দশ বছর আগে যে মাঠে তাঁর প্রথম অবসরের ঘোষণা এসেছিল, নিউইয়র্ক-নিউ জার্সির সেই একই অঞ্চলের মাঠেই যেন বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল। কয়েক দিন পর মেসি জানিয়ে দিলেন, এবার আর ফেরা নয়।

আর্জেন্টিনার হয়ে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল। দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ, সবচেয়ে বেশি গোল; দুই রেকর্ডই তাঁর। কিন্তু সংখ্যার চেয়েও বড় তাঁর গল্প।

বার্সেলোনার নীল-লাল জার্সিতে যে ছোট্ট জাদুকর পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছিলেন, আর্জেন্টিনার জার্সিতে তাঁর পথটা ছিল অনেক বেশি কাঁটায় ভরা। ২০০৭ সালের কোপা আমেরিকার ফাইনাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল, ২০১৫ সালের কোপা আমেরিকা এবং ২০১৬ সালের কোপা আমেরিকা; একটির পর একটি বড় ফাইনালে হার। ২০১৪ সালে জার্মানির কাছে অতিরিক্ত সময়ে হার, পরের দুই বছরে চিলির কাছে টাইব্রেকারে পরাজয়;প্রতিবারই ট্রফির দরজার সামনে এসে থেমে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা।

২০১৬ সালের সেই রাতেই মেসি আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। চিলির বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে নিজের পেনাল্টি মিস করার পর মনে হয়েছিল, দেশকে দেওয়ার মতো আর কিছুই তাঁর নেই। তখনই ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয় দলের অধ্যায় শেষ।

> **২০২৬ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে ০-১ গোলে হারের পর সেটিই হয়ে উঠল মেসির আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। দশ বছর আগে যে মাঠে তাঁর প্রথম অবসরের ঘোষণা এসেছিল, নিউইয়র্ক-নিউ জার্সির সেই একই অঞ্চলের মাঠেই যেন বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল। কয়েক দিন পর মেসি জানিয়ে দিলেন, এবার আর ফেরা নয়।**

সেই সময় তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও মেসির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রোনাল্ডো বলেছিলেন, মেসি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানুষের উচিত তাঁর আবেগকে বোঝা। পেনাল্টি মিস করলেই কেউ খারাপ খেলোয়াড় হয়ে যায় না; এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর মেসিকে আবার আর্জেন্টিনার হয়ে দেখতে চেয়েছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

রোনাল্ডো তখন জানতেন না, সেই কান্নার পর মেসির সামনে অপেক্ষা করছে জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়।

ফিরে এসে মেসি ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে শেষ ষোলোয় তুললেন। কিন্তু ফ্রান্সের কাছে ৩-৪ গোলে হেরে বিদায়। ২০১৯ সালের কোপা আমেরিকাতেও ব্রাজিলের কাছে সেমিফাইনালে হার। যেন পুরনো যন্ত্রণাগুলোই বারবার ফিরে আসছিল।

তারপর বদলে গেল আর্জেন্টিনা। কোচ লিওনেল স্কালোনির অধীনে দলটি আর শুধু মেসিকে ঘিরে বাঁচতে চাইল না। অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া, রদ্রিগো দি পল, লাউতারো মার্তিনেস, এমিলিয়ানো মার্তিনেসদের নিয়ে তৈরি হল এক ঐক্যবদ্ধ দল। মেসির কাঁধ থেকে নামল একা সবকিছু করার ভার।

২০২১ সালে সেই অপেক্ষার অবসান। ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার ফাইনালে আর্জেন্টিনা হারাল ব্রাজিলকে। গোল করলেন দি মারিয়া, কিন্তু ট্রফি হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়া মেসির ছবিটিই হয়ে রইল সেই রাতের প্রতীক।

এরপর এল কাতার। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে হার। আবারও কি পুরনো দুঃস্বপ্ন? না। মেসির আর্জেন্টিনা এবার আর ভাঙেনি।

মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়া; এক এক করে বাধা পেরিয়ে ফাইনালে পৌঁছল দল। সামনে ফ্রান্স। মেসি গোল করলেন, আবার গোল করালেন। ফ্রান্স ফিরে এল, অতিরিক্ত সময়েও মেসি গোল করলেন। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার।

ছয় বছর আগের সেই পেনাল্টি মিসের স্মৃতি যেন মুহূর্তে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এবার মেসি বল জালে পাঠালেন। এমিলিয়ানো মার্তিনেস হয়ে উঠলেন প্রাচীর। শেষ পেনাল্টি জালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। মেসির হাতে উঠল সেই ট্রফি, যেটির জন্য প্রায় পুরো জীবন অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। যে প্রশ্ন তাঁকে বছরের পর বছর তাড়া করেছিল; দেশের হয়ে কি তিনি সত্যিই কিছু জিততে পারবেন? তার উত্তর তখন পৃথিবীর সামনে।

২০২৪ সালে আরও একবার কোপা আমেরিকা জিতল আর্জেন্টিনা। ফাইনালে চোট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেও শেষ হাসি হাসল তাঁর দল। মেসির হাতে তখন দুই কোপা আমেরিকা ও এক বিশ্বকাপ।

আর ২০২৬? বয়স ৩৯। তবু আবার বিশ্বকাপ ফাইনাল। এবার অবশ্য শেষটা রূপকথার হল না। স্পেনের কাছে হার দিয়ে শেষ হল তাঁর আন্তর্জাতিক অধ্যায়।

তবু ফুটবল বিশ্বে এই বিদায়কে কেউ পরাজয়ের গল্প হিসেবে দেখছে না। বরং বলা হচ্ছে, মেসি শেষ পর্যন্ত নিজের গল্পের পরিণতি নিজেই বদলে দিয়েছেন। ২০১৬ সালে যে মানুষটি মনে করেছিলেন তিনি আর্জেন্টিনাকে ব্যর্থ করেছেন, ২০২৬ সালে সেই মানুষটিই বিদায় নিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, দুইবারের কোপা আমেরিকা জয়ী এবং দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিসংখ্যানের মালিক হয়ে।

তাঁর অবসর তাই কেবল একজন ফুটবলারের বিদায় নয়। এটি একটি যুগের পর্দা নামা। যে ছেলেটি একদিন ছোট শরীর নিয়ে বিশাল স্বপ্ন দেখেছিল, যে মানুষটি হারের পর কেঁদেছিল, যে অধরা ট্রফির জন্য বারবার ফিরে এসেছিল; শেষ পর্যন্ত সেই মেসিই পৃথিবীকে শিখিয়ে গেলেন, কখনও কখনও সবচেয়ে সুন্দর জয়টি আসে সবচেয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে।

২০১৬ সালের বিদায় ছিল ভেঙে পড়া এক মানুষের কান্না। ২০২৬-এর বিদায় পূর্ণ এক কিংবদন্তির নীরব প্রস্থান।

মেসি এবার সত্যিই যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর গল্প? সেটি ফুটবলের মাঠে আর কখনও শেষ হবে না।

ব্রাজিলের জন্য ৭০ কোটি, আশিয়ান কাপ বিসর্জন!

ভিনিদের দেখতে মাতবে কলকাতা

কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের কী লাভ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসছে ব্রাজিল, সাজছে কলকাতা। অপেক্ষায় ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। শহরের গলিতে, পাড়ার চায়ের দোকানে, ফুটবলপ্রেমীদের আড্ডায় এখন একটাই নাম; ব্রাজিল। ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের সামনে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। যে দেশের হলুদ জার্সি পরে একদিন পেলে কলকাতাকে মাতিয়েছিলেন, সেই দেশের বর্তমান প্রজন্মের তারকারা এবার নামবেন ভারতের মাটিতে। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রদ্রিগো, এন্ড্রিকদের দেখার স্বপ্নে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে। ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থাও কলকাতাকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করেছে। কিন্তু উঠছে প্রশ্নও। বিপুল টাকা খরচ করে ব্রাজিলকে এনে আদৌ কি লাভ হবে ভারতীয় ফুটবলের? পরিকল্পনা অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫ সেপ্টেম্বর টাউনসভিল এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেনে ম্যাচ খেলে ব্রাজিল ৩ অক্টোবর কলকাতায় ভারতের মুখোমুখি হবে। অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের শেষ রাত থেকেই শহর জুড়ে শুরু হয়ে যেতে পারে হলুদ উৎসব। কিন্তু এই উন্মাদনার মাঝেই একটা প্রশ্ন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। ব্রাজিলকে কলকাতায় আনার জন্য যদি সত্যিই ৬০-৭০ কোটি টাকা খরচ হয়, তাহলে এই ৯০ মিনিটের ম্যাচ থেকে ভারতীয় ফুটবলের প্রাপ্তিটা ঠিক কতটা? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন; এই ম্যাচের জন্যই যদি ভারতকে আশিয়ান কাপের মতো একটি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, তাহলে সিদ্ধান্তটা আদৌ কতটা যুক্তিসঙ্গত? ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলা নিঃসন্দেহে স্বপ্নের। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ কি শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরি হয়?

ভিনিদের দেখতে কলকাতায় উন্মাদনা, কিন্তু আসবেন কারা?

ব্রাজিলের সম্ভাব্য দল নিয়ে এখন থেকেই কৌতূহল তুঙ্গে। বিশ্বকাপের জন্য কার্লো আনচেলত্তির ঘোষিত ২৬ জনের দলে ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনিয়া, রদ্রিগো-সহ একঝাঁক তারকা। সেই তালিকায় নেইমারও ছিলেন। তবে অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচে বিশ্বকাপের একই দল নামবে, এমন নিশ্চয়তা এখনই দেওয়া যায় না। তবু সম্ভাব্য ব্রাজিল একাদশের দিকে তাকালেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গোলের নিচে আলিসন বা এডারসন, রক্ষণে মারকুইনহোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, মিডফিল্ডে ব্রুনো গিমারায়েস, কাসেমিরো বা ফাবিনহো, সামনে রাফিনিয়া, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এন্ড্রিক কিংবা মাতেউস কুনিয়া; এমন দল ভারতের জন্য কতটা কঠিন পরীক্ষা হতে পারে, তা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। বিশ্বকাপের আগে পানামার বিরুদ্ধে আনচেলত্তির ঘোষিত একাদশেও ছিলেন আলিসন, ব্রেমার, কাসেমিরো, ব্রুনো গিমারায়েস, রাফিনিয়া ও ভিনিসিয়াস। অর্থাৎ ব্রাজিলের শক্তির জায়গাগুলো কতটা ভয়ংকর, তার একটা ছবি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। তবে অক্টোবরের দলকে এখনই নিশ্চিত করে ফেলা যাবে না। বিশ্বকাপের পর ক্লান্তি, চোট, ক্লাবের ব্যস্ততা, নতুন খেলোয়াড় পরীক্ষা; সবই প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ভিনিসিয়াস আসবেন বলেই ম্যাচের দিন তিনি মাঠে থাকবেন, এমন নিশ্চয়তা এখনও নেই। কিন্তু ব্রাজিলের জার্সি গায়ে যে দলই নামুক, ভারতের সামনে সেটি হবে অভিজ্ঞতা ও মানের দিক থেকে এক বিরাট পাহাড়।

আশিয়ান কাপ ছেড়ে ব্রাজিল; এই হিসাবটা কি সত্যিই মেলে?

এখানেই আসল বিতর্ক। ভারত প্রথমে একই সময়ে ব্রাজিল ম্যাচ এবং আশিয়ান কাপে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এমনকি আলাদা দল পাঠানোর কথাও ভাবা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত না হওয়ায় ভারত আশিয়ান কাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং ব্রাজিল ম্যাচকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর প্রশ্ন খুবই সরল; ভারতীয় ফুটবল যখন আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত, ক্লাব ফুটবল যখন টিকে থাকার লড়াই করছে, তখন একটি মাত্র প্রীতি ম্যাচে ৫০-৭০ কোটি টাকা খরচ করার যৌক্তিকতা কোথায়?

প্রশ্নটা অস্বস্তিকর, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।

আশিয়ান কাপে ভারত খেললে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত। এমন ম্যাচে জয়-পরাজয়ের চাপ থাকে, পয়েন্টের হিসাব থাকে, টুর্নামেন্টের মানসিকতা থাকে। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য এই ধরনের ধারাবাহিক প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মূল্য অনেক।

অন্যদিকে ব্রাজিল ম্যাচ একদিনের। ৯০ মিনিটের। ফলাফল ভারতের বিশ্ব ফুটবলের অবস্থান বদলে দেবে না। ভারত জিতলে সেটা হবে রূপকথা, হারলে সেটাই স্বাভাবিক। মাঝখানে থাকবে কয়েকটি দারুণ মুহূর্ত, কিছু শিক্ষা, কিছু স্মৃতি আর বিপুল উন্মাদনা।

তাহলে প্রশ্ন উঠবেই; একটি ম্যাচের জন্য একটি প্রতিযোগিতা বিসর্জন দেওয়া কতটা বুদ্ধিমানের কাজ?

সাম্বার দেশের তারকাদের দেখে কী শিখবে ভারত?

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার সবচেয়ে বড় যুক্তি অবশ্য এখানেই। ভারতীয় ফুটবলাররা এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখতে পারবেন, যা অন্যথায় অনুশীলনের মাঠে বোঝা সম্ভব নয়। ভিনিসিয়াস কীভাবে জায়গা তৈরি করেন, রাফিনিয়া কীভাবে চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন, ব্রুনো গিমারায়েস কীভাবে মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করেন, মারকুইনহোস কীভাবে রক্ষণ সাজান; এসব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্য বিরল।

কিন্তু এখানেও একটা শর্ত আছে

শুধু মাঠে নেমে ব্রাজিলকে দেখে এলেই শিক্ষা হয় না। ম্যাচের পরে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর মতো পরিকাঠামো থাকতে হবে। খেলোয়াড়দের জন্য নিয়মিত উচ্চমানের ম্যাচ, উন্নত কোচিং, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বয়সভিত্তিক ফুটবলের শক্ত ভিত এবং শক্তিশালী ক্লাব কাঠামো না থাকলে ব্রাজিল ম্যাচের শিক্ষা কয়েক সপ্তাহ পরেই হারিয়ে যাবে।

একজন ভারতীয় ফুটবলার ভিনিসিয়াসকে ড্রিবল করতে দেখে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। কিন্তু সেই অনুপ্রেরণাকে দক্ষতায় বদলানোর জন্য পরের দিন থেকেই তাঁকে যে প্রশিক্ষণ পরিবেশে ফিরতে হবে, সেটাই আসল। সুতরাং ব্রাজিল ম্যাচ শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না থাকলে সেই শিক্ষার মূল্য সীমিত।

৬০-৭০ কোটি টাকা যদি সত্যিই খরচ হয়, তাহলে অন্য প্রশ্নও থাকবে

এই ম্যাচ ঘিরে সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রশ্নটাই এখনও পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে আয়োজনের খরচ ৬০-৭০ কোটি টাকার আশপাশে হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে। বাইচুং ভুটিয়া এই খরচের স্বচ্ছ হিসাব জানতে চেয়েছেন এবং ব্রাজিলের জন্য অর্থপ্রদানের কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এই জায়গায় আবেগের চেয়ে স্বচ্ছতা বেশি জরুরি।

কত টাকা খরচ হচ্ছে? কে দিচ্ছে? কতটা স্পনসর থেকে আসছে? টিকিট বিক্রি থেকে কতটা উঠবে? ব্রাজিলকে কত দেওয়া হচ্ছে? ম্যাচ শেষে ঘাটতি থাকলে সেই টাকা কে বহন করবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশ্যে থাকলে বিতর্ক অনেকটাই কমে যাবে। কারণ ব্রাজিলকে কলকাতায় আনা অপরাধ নয়। বরং এত বড় দলকে ভারতে আনা ভারতীয় ফুটবলের বাজারের জন্য বিরাট সুযোগ। সমস্যা তখনই, যখন সেই সুযোগের আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নের টাকাকে গিলে ফেলে। ব্রাজিল ম্যাচ কি ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ বদলাবে?

একটা ম্যাচ কখনও একা কোনও দেশের ফুটবল বদলায় না

ব্রাজিল ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলের জন্য দরজা খুলতে পারে। আন্তর্জাতিক আগ্রহ বাড়াতে পারে। স্পনসর আনতে পারে। দর্শকদের ফিরিয়ে আনতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে আবার ফুটবল তুলে দিতে পারে। কলকাতার মতো শহরে ফুটবল নিয়ে নতুন উন্মাদনা তৈরি করতে পারে। কিন্তু দরজা খুলে ভিতরে ঢোকার পর কী হবে, সেটাই আসল।

ভারতের যদি সত্যিই উন্নতি করতে হয়, তাহলে ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়মিত আয়োজনের পাশাপাশি আরও অনেক শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন স্থানীয় ফুটবলকে শক্তিশালী করা।

ধরা যাক, ব্রাজিল ম্যাচ থেকে কয়েক হাজার শিশু ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখল। তাদের মধ্যে ১০০ জন সত্যিই খেলতে শুরু করল। কয়েক বছর পরে তাদের মধ্যে ১০ জন ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠল। কিন্তু সেই ১০ জনের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই, পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা নেই, ভালো কোচ নেই, পেশাদার ক্লাবের সংখ্যা সীমিত ;তাহলে ব্রাজিল ম্যাচের সেই অনুপ্রেরণা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সেখানেই আসল উত্তর।

কলকাতা ব্রাজিলকে দেখুক, কিন্তু ভারত যেন নিজের ফুটবলকেও দেখতে শেখে

৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আলো জ্বলবে। গ্যালারি হলুদ হয়ে যাবে। হাজার হাজার মানুষ ভিনিসিয়াসের নাম ধরে চিৎকার করবেন। হয়তো কোনও ভারতীয় ডিফেন্ডার একবার ভিনিসিয়াসকে থামিয়ে দেবেন, আর সেই মুহূর্তটাই হয়ে উঠবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় স্মৃতি।

এই আনন্দের কোনও মূল্য দিয়ে হিসাব করা যায় না

কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎকে যদি সত্যিই বড় করতে হয়, তাহলে সেই রাতের আবেগের পরের সকালটাও ভাবতে হবে। ব্রাজিল আসবে, খেলবে, হয়তো জিতবে। ভিনিসিয়াসের দৌড়, রাফিনিয়ার পাস, ব্রুনোর মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ, ব্রাজিলের ফুটবলশৈলী দেখে ভারতীয়রা মুগ্ধ হবে। কিন্তু পরের দিন যদি ভারতীয় ফুটবল আবার একই জায়গায় ফিরে যায়, তাহলে এই মহা আয়োজন শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দর স্মৃতি হয়েই থাকবে। আর যদি এই ম্যাচকে ব্যবহার করা যায় ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় যুব ফুটবল, কোচিং, পরিকাঠামো, ক্লাব এবং প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক ম্যাচের ধারাবাহিকতা, তবেই ব্রাজিল ম্যাচের আসল অর্থ তৈরি হবে। তাই প্রশ্নটা ব্রাজিলকে কেন আনা হচ্ছে, তা নয়। প্রশ্নটা আরও কঠিন; ব্রাজিলকে আনার জন্য যে বিপুল টাকা খরচ হচ্ছে, যে আশিয়ান কাপটি ভারত খেলল না, যে উন্মাদনা তৈরি হচ্ছে, তার বিনিময়ে ভারতীয় ফুটবল আগামী ৫ বছরে কী পাবে?

৩ অক্টোবরের ৯০ মিনিটের উত্তর নয়, সেই প্রশ্নের উত্তরই ঠিক করবে কলকাতার এই ব্রাজিল-রাত্রি ইতিহাস হবে, নাকি শুধু আরেকটি ঝলমলে ফুটবল উৎসব হয়ে হারিয়ে যাবে।